POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3
গ্রাহক চাঁদা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 3-4
সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 18-25 জানুয়ারী, 2018 1-8 জামাদিল আওয়াল 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমার বিরুদ্ধবাদী আলেমরা এবং তাহাদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা ছিদ্রান্বেষণ কম করে নাই এবং আমাকে বিনাশ করার জন্য কোন ফন্দি ও কৌশল গ্রহণে ফাঁক রাখে নাই। কিন্তু পরিণামে খোদা আমাকে জয়ী করিলেন। মিথ্যাকে স্বীয় পায়ের নীচে পিষিয়া না ফেলা পর্যন্ত খোদা ক্ষান্ত হইবেন না।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

১০৮নং নিদর্শনঃ ইহা বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ আছে। ইহা হইল اَرَدْتُّ اَنْ اَسْتَخْلِفَ فَخَلَقْتُ اٰدَمَ অর্থাৎ আদমকে খলীফা বানাইলাম। এই ইলহামটি ২৫ বৎসর যাবৎ বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ আছে। এস্থানে বারাহীনে আহমদীয়ায় খোদা তা'লা আমার নাম 'আদম' রাখেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, ফেরেশতরা যেভাবে আদমের ছিদ্রান্বেষণ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে নাকচ করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে খোদা ঐ আদমকেই খলীফা বানাইলেন এবং সকলকে তাঁহার সম্মুখে মাথা নত করিতে হইল, তদ্রূপে খোদা বলেন, এস্থলেও এইরূপে হইবে। বস্তুতঃ আমার বিরুদ্ধবাদী আলেমরা এবং তাহাদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা ছিদ্রান্বেষণ কম করে নাই এবং আমাকে বিনাশ করার জন্য কোন ফন্দি ও কৌশল গ্রহণে ফাঁক রাখে নাই। কিন্তু পরিণামে খোদা আমাকে জয়ী করিলেন। মিথ্যাকে স্বীয় পায়ের নীচে পিষিয়া না ফেলা পর্যন্ত খোদা ক্ষান্ত হইবেন না।

১০৯ নং নিদর্শনঃ এই নিদর্শনটি বারাহীনে আহমদীয়া লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। নিদর্শনটি হইল:

وَكَذٰلِكَ مَنَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ. وَلِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَآءُ هُمْ فَهُمْ غَافِلُوْنَ.

বারাহীনে আহমদীয়ায় ৫৫৫ পৃষ্ঠা দেখ। (অনুবাদ) এবং এইভাবে আমরা আমাদের নিদর্শনাবলীসহ এই ইউসুফের উপর দয়া করিয়াছি যাহাতে তাহার প্রতি যে সকল অপরাধ ও দোষ আরোপ করা হইবে ঐগুলি হইতে তাহাকে রক্ষা করি এবং যাহাতে তুমি এই সকল নিদর্শনের মাহাত্মের দরুন এতখানি যোগ্য হইবে যে, উদাসীনদিগকে ভয় দেখাইবে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এই সকল লোকের উপদেশই হৃদয়কে প্রভাবিত করে, যাহাদিগকে খোদা নিজের তরফ হইতে মর্যাদা ও কৃতিত্ব দান করেন। এই জায়গায় খোদা তা'লা আমার নাম ইউসুফ রাখিয়াছেন। ইহা একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যাহার অর্থ এই যে, যেভাবে ইউসুফের ভাইয়েরা নিজেদের অজ্ঞতার দরুন ইউসুফকে অনেক দুঃখ দিয়াছিল এবং তাহাকে বিনাশ করার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখে নাই, খোদা বলেন, এস্থলেও এইরূপ হইবে এবং ইঙ্গিত করেন যে, এই সকল লোকও, যাহারা জাতীয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ, তাহারাও আমাকে বিনাশ করিার জন্য বড় বড় ষড়যন্ত্র করিবে। কিন্তু পরিশেষে তাহারা ব্যর্থ হইবে এবং খোদা তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট করিয়া দিবেন যে, যে- ব্যক্তিকে তোমরা লাঞ্ছিত করিতে চাহিয়াছিলে আমি তাহাকে সম্মানের মুকুট পরাইলাম। তখন অনেকের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে যে, আমরা ভ্রান্তিতে ছিলাম, যেমন তিনি অন্য একটি ইলহামে বলেন:

يَخِرُّوْنَ عَلَى الْاَذْقَانِ سُجَّدًا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا اِنَّا كُنَّا خَاطِئِيْنَ. تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخَاطِئِيْنَ. لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ. يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ. وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

অর্থাৎ ঐ সকল লোক নিজেদের চিবুকের উপর সিজদা করত এবং এই কথা বলিতে বলিতে অবনত হইবে যে, হে আমাদের খোদা! আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমরা ভ্রমে ছিলাম এবং তোমাকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, খোদার কসম, খোদা আমাদের সকলের মধ্য হইতে তোমাকে নির্বাচন করিয়াছেন এবং আমরা ভ্রান্তিতে ছিলাম। তখন খোদা বিনয়াবনত লোকদিগকে বলিবে, আজ তোমাদের উপর কোন অভিযোগ নাই। কেননা, তোমরা ঈমান আনিয়াছ। খোদা তোমাদিগকে তোমাদের পূর্বের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। কেননা, তিনি পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

মোটকথা, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে অদৃশ্যের দুইটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমটি এই যে, ভবিষ্যতে জাতির মধ্যে কঠোর বিরুদ্ধবাদীর জন্ম হইবে এবং তাহাদের মধ্যে হিংসার আগুন এইভাবে ভড়কাইয়া উঠিবে যেভাবে ইউসুফের ভাইদের মধ্যে ভড়কাইয়া উঠিয়াছিল। তখন তাহরা ভয়ানক দুশমন হইয়া যাইবে এবং আমাকে ধ্বংস ও বিনাশ করার জন্য বিভিন্ন ধরণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে। জাতির মধ্যে বিরুদ্ধবাদীর জন্ম হইবে এবং তাহারা বড় বড় অনিষ্টের চেষ্টা করিবে- ইহা একটি ভবিষ্যদ্বাণী। কেননা, এই সংবাদ বারাহীনে আহমদীয়া লিপিবদ্ধ আছে। ইহা ২৫ বৎসর সময় অতিক্রম করিয়াছে। ঐ সময় জাতির মধ্যে আমার কোন বিরুদ্ধবাদী ছিল না। কেননা, তখন তো বারাহীনে আহমদীয়া প্রকাশিত হয় নাই। তবে বিরুদ্ধাচরণের কি কারণ ছিল। অতএব কোন যুগে এইরূপ প্রাণঘাতী শত্রুর জন্ম হইয়া যাইবে, যাহারা পূর্বে ইসলামী বন্ধনের দরুন ভাইয়ের ন্যায় ছিল- নিঃসন্দেহে ইহা একটি অদৃশ্যের সংবাদ, যাহা খোদা ঘটনার পূর্বেই প্রকাশ করেন এবং বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

(২) এই ভবিষ্যদ্বাণীতে দ্বিতীয় অদৃশ্যের বিষয়টি এই যে, এই বিরুদ্ধাচরণের এই পরিণতি বলা হইয়াছে যে, অবেশেষ ঐ সকল দুশমন লাঞ্ছিত ও ব্যর্থ হইবে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে ইউসুফের ভাইয়েদের ন্যায় ফিরিয়া আসিবে, ঐ সময়

এর পর দুইয়ের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

নিত্যনতুন আবিষ্কারাদির মধ্যে অনেক অনর্থক বিষয় রয়েছে। যেমন- ইন্টারনেট এবং সোশাল মিডিয়ার অপব্যবহার সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। অতএব এই সব বিষয় থেকে নিজেরাও বিরত হন এবং সন্তান-সন্ততিকেও বিরত রাখুন।

২০১৭ সালের লাজনা ইমাউল্লাহ্ ভারতের বাৎসরিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে সৈয়্যাদান হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর লাজনাদের উদ্দেশ্যে বার্তা

ভারতের লাজনা ইমউল্লাহ্‌র সদস্যারা!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু।

আলহামদোলিল্লাহ, এবছরও আপনারা বাৎসরিক ইজতেমার আয়োজন করার সৌভাগ্য লাভ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের এই অনুষ্ঠানকে সার্বিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করুন এবং ইজতেমায় অংশগ্রহণকারীনী প্রত্যেক সদস্যার উপর পুণ্যময় প্রভাব সৃষ্টি করুন। এই উপলক্ষ্যে আমাকে বার্তা পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। আমি আপনাদেরকে কয়েকটি উপদেশ দিতে চাই।

বর্তমান যুগ বস্তুবাদিতার যুগ যেখানে আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে। ধর্ম এবং খোদার ধারণা নিয়ে উপহাস করা হয়ে থাকে এবং এটি অজ্ঞতার পরিচায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়। আপনারা সৌভাগ্যবতী যে, যে-ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা নিজের আলোয় আলোকিত করে এই যুগের নবী রূপে প্রেরণ করেছেন আপনারা তাঁকে গ্রহণ করার এবং খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এটি খোদা তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ যার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য আপনাদের জন্য আবশ্যক ঈমানে দৃঢ় হওয়া, পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা এবং সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য অর্জন করা কুরআন করীমে যেগুলিকে রহমান খোদার বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন তারা ভূ-পৃষ্ঠে বিনয় সহকারে চলাফেরা করে, তাদের মধ্যে কোন প্রকার অহংকার থাকে না। অনেক মানুষ এমন আছে যারা সামান্য বিষয়েই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। মতবিরোধ হলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এই সমস্ত বিষয় চরিত্রের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে থাকে এবং ধীরে ধীরে পুণ্যকে গ্রাস করতে থাকে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"রহমান খোদার প্রকৃত বান্দা তারাই যারা ভূ-পৃষ্ঠে বিনয় সহকারে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞরা যখন তাদের সঙ্গে অপলাপ করে, তখন তারা শান্তি ও আশিসপূর্ণ বাক্যের দ্বারা তার প্রতিদান দিয়ে থাকে। অর্থাৎ কর্কশ ভাষা ব্যবহার না করে কোমল ভাষা প্রয়োগ করে এবং গালি না দিয়ে তাদেরকে দোয়া দিয়ে থাকে। "

(বারাহীনে আহমদীয়া: ৪র্থ ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৪৯)

অতএব একজন আহমদীর ভূমিকা হল কলহ বিবাদ দূরীভূত করা। যদি প্রত্যেক আহমদী মহিলা এই বিষয়টি অনুধাবন করে তবে পারস্পরিক ঝগড়া এবং বিদ্বেষ দূরীভূত হবে এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে এবং অপরের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করার প্রেরণা সৃষ্টি হবে।

একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, আপনাদের দায়িত্ব হল ভবিষ্যত প্রজন্মের লালন-পালন এবং তাদেরকে খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যার সর্বোত্তম উপায় হল ইবাদত কায়েম করা। ইবাদতের মাধ্যমে ঈমান দৃঢ় হয়। কুরআন শরীফে ইবাদতকেই মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইবাদতে ফরয নামায সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যার উপর সকল আহমদী পরিবারের বিশেষ মনোযোগ থাকা জরুরী। অতএব, নিজেরাও নামাযের প্রতি নিয়মনিষ্ঠ হন এবং সন্তানদেরর মধ্যেও এর অভ্যাস গড়ে তুলুন। এর পাশাপাশি দোয়ার অভ্যাসও গড়ে তুলুন। কেনন, রহমান খোদার বান্দার এও একটি লক্ষণ যে, তারা রাতে উঠে দোয়া করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" যদি তোমরা চাও যে সুখে–শান্তিতে থাক তবে এর জন্য যথাযথভাবে অনেক দোয়া কর এবং নিজের গৃহকে দোয়ায় পরিপূর্ণ করে দাও। যে গৃহে সব সময় দোয়া হয় খোদা তা'লা সেই গৃহকে কখনো ধ্বংস করেন না।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২৩২)

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নিজেদের চিন্তাধারা এবং পছন্দের বিষয়গুলিকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাগণের শিক্ষার অধীনে আনা এবং নিজেদের সময়কে সঠিক কাজে ব্যবহার করা। নিত্যনতুন আবিষ্কারের মধ্যে অনেক অনর্থক বিষয় রয়েছে। যেমন- ইন্টারনেট এবং সোশাল মিডিয়ার অপব্যবহার সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানুষ মোবাইল ফোন এবং অন-লাইন চ্যাটিং-এ সারাক্ষণ নিমগ্ন রয়েছে। স্মরণ রাখুন! মোমিনরা সব সময় অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে বিরত থাকে। অতএব এই সব বিষয় থেকে নিজেরাও বিরত হন এবং সন্তান-সন্ততিকেও বিরত রাখুন। অনুরূপভাবে টিভি চ্যানেলেরও অনেক ছড়াছড়ি। এগুলি শয়তানি আক্রমণ যা চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন ডেকে আনে। এই কারণে নিত্যনতুন আবিষ্কারের অপব্যবহারের বিষয়ে প্রত্যেক আহমদীকে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে। সব সময় মনে রাখবেন যে,আপনরা যখন আহমদীয়াতকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন তবে সেই সমস্ত বিষয়াদি থেকেও বিরত থাকার চেষ্টা করা উচিত যেগুলি থেকে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনারা এই সমস্ত আবিষ্কারকেই সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করতে পারেন। জামাতের ওয়েব সাইট alislam.org- এ ধর্মীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার রয়েছে, এ থেকে নিজেদের জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধ করুন। ধর্মবিশ্বাস এবং যুক্তি-প্রমাণ আয়ত্ত করুন। অনুরূপভাবে এম.টি.এ দেখুন এবং নিজেদের সন্তানদের মধ্যেও এর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করুন। সপরিবারে আমার খুতবা শুনুন এবং পরে সন্তানদেরকেও তা থেকে কিছু প্রশ্ন করুন যাতে তারা পরের বার আরও বেশি মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনে। স্মরণ রাখুন! বর্তমান যুগে নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফতের সূচনা আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং করেছেন। যুগ খলীফার কথায় অসাধারণ প্রভাব সেই তিনিই সৃষ্টি করে থাকেন। এই কারণেই সমগ্র বিশ্বের আহমদীরা যারা খিলাফতের সঙ্গে গভীর ভালবাসা, অনুরাগ ও নিষ্ঠার সম্পর্ক রাখে, তারা খলীফার মুখ থেকে সরাসরি কোন উপদেশ শুনে অত্যন্ত পুণ্যময় প্রভাব গ্রহণ করে থাকে এবং সেই নির্দেশ মেনে চলে আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জন করে এবং তাদের সন্তানের তরবীয়তের কাজও সহজসাধ্য হয়ে যায়।

অতএব আমার উপদেশাবলীকে স্মরণ রাখবেন এবং মেনে চলার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ্ করুন আপনারা যেন পূর্বাপেক্ষা অধিক নিজেদের তরবীয়তের প্রতি মনোযোগী হন। আল্লাহ্ ত'লার সাথে যেন আপনারা সম্পর্ক স্থাপনকারী হন এবং নিজেদের সন্তানদের সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম হন। আমীন।

ওয়াসসালাম

খাকসার

(মির্যা মাসরূর আহমদ)

খলীফাতুল মসীহ আল খামেস

প্রথম পাতার পর.....

খোদা এই অধমকে ইউসুফের ন্যায় সম্মানের মুকুট পরাইবেন। এবং ঐ প্রতাপ ও সম্মান দান করিবেন, যাহা কেহ আশা করে নাই। বস্তুতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণীর অনেকাংশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেননা, এইরূপ দুশমনের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহারা আমার মূলোৎপাটন চাহে। প্রকৃতপক্ষে এই সকল লোক নিজেদের অসদিচ্ছায় ইউসুফের ভাইদের চাইতেও মন্দ। অতএব খোদা কয়েক লক্ষ মানুষকে আমার অধীন করিয়া এবং আমাকে সম্মান ও প্রতাপ দান করিয়া তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন। ঐ সময় আসিতেছে যখন খোদা তা'লা আমার সম্মান ইহার চাইতেও অধিক প্রকাশ করিবেন এবং বড় বড় বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে যাহারা নেতৃস্থানীয় তাহারা বলিতে বাধ্য হইবে, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا اِنَّا كُنَّا خَاطِئِيْنَ "হে আমার প্রভু! আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও, নিশ্চয় আমরা ভ্রমে ছিলাম।" তাহাদিগকে আরও বলিতে হইবে, تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا ـ খোদার কসম, খোদা আমাদের সকলের মধ্য হইতে তোমাকে নির্বাচন করিয়াছেন।

১১০ নং নিদর্শনঃ ইহা বারাহীনে আহমদীয়ার এই ভবিষ্যদ্বাণী-

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ - ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ বারাহীনে আহমদীয়ার ৫৫৬ পৃষ্ঠা দেখ। (অনুবাদ) আমরা তোমাকে একটি বড় জামাত দান করিব। প্রথমতঃ একটি প্রথম দল, যাহারা বিপদ আসার পূর্বেই ঈমান আনিবে। দ্বিতীয় দল তাদের হইবে যারা শাস্তির নিদর্শন দেখার পর ঈমান আনিবে। আমি কয়েকবার লিখিয়াছি যে, বারাহীনে আহমদীয়ায় যত ভবিষ্যদ্বাণী আছে, ঐগুলি ২৫ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে এবং এইগুলি ঐ যুগের ভবিষ্যদ্বাণী যখন আমার সহিত একজন মানুষও ছিল না। যদি এই বর্ণনা ভুল হয় তবে আমার সকল দাবী মিথ্যা। অতএব বলা বাহুল্য যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীও বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্বের যুগে এইরূপ একটি যুগের সংবাদ দিতেছে যখন হাজার হাজার ব্যক্তি আমার হাতে দীক্ষিত হইবে। অতএব এইযুগে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল। অদৃশ্যের বিশেষ জ্ঞান খোদারই আছে। কিন্তু এখন আমার বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে অদৃশ্যের বিশেষ জ্ঞান খোদার নাই। দেখুন, ইহারা আর কতদূর অগ্রসর হয়।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ২৬৯)

জুমআর খুতবা

১২ই রবিউল আউয়ালের দিনটি সেই দিন যখন পৃথিবীতে সেই আলোর শুভাগমণ ঘটেছে যাকে আল্লাহ্ তা'লা সীরাজে মুনীর আখ্যায়িত করেছেন। যার দায়িত্ব ছিল সারা পৃথিবীকে আধ্যাত্মিক আলোয় আলোকিত করে তোলা, পৃথিবীকে খোদার শাসন প্রতিষ্ঠা করা, দীর্ঘকালের আধ্যাত্মিকভাবে মৃতদের আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করা, পৃথিবীকে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রদান করা আর তিনি তা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা যাকে সম্বোধন করে বলেছেন, وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ (আল-আম্বিয়া: ১০৮) অর্থাৎ আমরা তোমাকে সারা পৃথিবীর জন্য কেবল আশির্বাদ বা রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি। যিনি কেবল মানব জাতির জন্য নয় বরং পশু-পাখি সবার জন্য রহমত ও আশির্বাদ ছিলেন, যিনি কেবল মুসলমানদের জন্য নয় বরং অমুসলিমদের জন্যও রহমত বা আশির্বাদ ছিলেন এবং আছেন। তাঁর শিক্ষা কেয়ামত পর্যন্ত সবার জন্য রহমত বা আশির্বাদ, যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মান্যকারীদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, খোদার রসূলের জীবনে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।

আমাদের নবী (সা.) আমাদের জন্য তৌহীদ প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইবাদতেরও উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। উন্নত নৈতিক চরিত্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আর বান্দার অধিকার প্রদানেরও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন; কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল বর্তমান যুগের মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি তাঁকে ভালোবাসার দাবি তো করে কিন্তু তাদের কর্ম সম্পূর্ণভাবে সেই শিক্ষার পরিপন্থী, যা আমাদের প্রিয় রসূল (সা.) আমাদেরকে দিয়েছেন আর যা তিনি নিজে করে দেখিয়েছেন। তিনি সারা বিশ্বের জন্য আশির্বাদ এবং রহমত হিসেবে এসেছিলেন আর এরা যে ভালোবাসার দাবি করে আর ১২ রবিউল আউয়ালকে বড় উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে উদ্‌যাপন করছে, রসুলের আদর্শ অনুকরণের এবং সর্বত্র রহমত ও আশির্বাদ বিস্তৃত করার অঙ্গিকারের পরিবর্তে অধিকাংশ মুসলমান দেশে ফেতনা ও নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে।

পাকিস্তান ও অন্যান্য মুসলমান দেশসমূহে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা এবং রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করার পীড়াদায়ক ঘটনাবলীর উল্লেখ

মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা, ইবাদত প্রতিষ্ঠা, মানবতার প্রতি সহানুভুতি, বিনয় ইত্যাদি উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে প্রাঞ্জল উদাহরণ সহকারে তাঁর আদর্শ অনুসরণের তাকিদপূর্ণ নির্দেশ।

পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত হয়েছে এমন পশ্চাদবর্তীদের জামা'তের দায়িত্ব বর্তায় যে, যেভাবে সাহাবীরা নিজেদের ইবাদতের মানকে অনেক উন্নত করেছেন এই আদর্শ অনুকরণে আমাদেরও আমাদের ইবাদতের মান উন্নত করা উচিত আর শুধু বস্তুবাদিতায় আর জাগতিকতায় যেন কেবল আমরা নিমজ্জিত না থাকি। জামা'ত এবং অঙ্গসংগঠনগুলো রিপোর্ট দেয় শতকরা এতভাগ মানুষ আমাদের নামাযী হয়ে গেছে, চল্লিশ বা পঞ্চাশ বা শতকরা ষাটভাগ মানুষ নামাযী হয়ে গেছে। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত একশতভাগ ইবাদতগুজার সৃষ্টি না করব আমাদের নিশ্চিন্তে বসা উচিত নয়। শুধু ব্যবস্থাপনা নয় প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে আমি কোথায় কোন অবস্থানে রয়েছি।

তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণে আহমদীদেরকে নিজেদের সত্যের মান সবসময় উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে যেন ইসলামের সুন্দর শিক্ষার প্রচার এবং প্রসারের কাজটি সহজসাধ্য হয়। তবলীগের জন্য কথা এবং কর্মের মাঝে সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। যদি কর্মে সত্য না থাকে তাহলে মানুষ ধর্মের শিক্ষাকে মিথ্যা জ্ঞান করবে। আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা এক চিরসত্য, ইসলাম ধর্ম একটি চিরসত্য, সত্যের প্রসার আর সত্যের ভিত্তিতে সত্যে প্রসার ও প্রচার করা আজকে আমাদের দায়িত্ব।

নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সকল অবস্থা উন্নত রাখা আবশ্যক আর এটিই আজকে একজন আহমদীর আচরণ হওয়া উচিত। আজকে মুসলমানদের মাঝে যে ফেতনা এবং নৈরাজ্য বিরাজ করছে তার মূল কারণই হল তাদের চারিত্রিক অধঃপতন ঘটেছে। মহানবী (সা.) এর আদর্শকে মানুষ ভুলে গেছে। শুধু মৌখিক দাবি বাকী আছে।

আজকে যদি প্রকৃত আনন্দ উদ্‌যাপন করতে হয় তাবে তা তাঁর উত্তম আদর্শে অনুকরণে উদ্‌যাপিত হতে পারে। যেখানে ইবাদতের মানও হবে উন্নত, যেখানে একত্ববাদের ওপরও থাকবে পূর্ণ বিশ্বাস আর উন্নত চারিত্রিক মানও অর্জিত হবে। যদি এটি না হয় তাহলে আমাদের এবং অন্যদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। যারা আজকে বহুধা বিভক্ত, সাময়িক নেতা এবং নামাধারী আলেমদের অন্ধ অনুকরণে মানুষকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, যদি আমরাও এমন করি তাহলে তাদের এবং আমাদের মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না।

আফ্রো-আমেরিকান আহমদী সিস্টার সালমা গনী সাহেবা ইন্তেকাল করেন, যিনি আমেরিকার ফেলাডালফিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ করেন এবং জুমার নামাযের পর জানাযা গায়েব পড়ান।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত ১লা ডিসেম্বর , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (১ ফতাহ , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন- ১২ই রবিউল আউয়ালের দিনটি সেই দিন যখন পৃথিবীতে সেই আলোর শুভাগমণ ঘটেছে যাকে আল্লাহ্ তা'লা সীরাজে মুনীর আখ্যায়িত করেছেন, যার দায়িত্ব ছিল সারা পৃথিবীকে আধ্যাত্মিক আলোয় আলোকিত করে তোলা, পৃথিবীকে খোদার শাসন প্রতিষ্ঠা করা, দীর্ঘকালের আধ্যাত্মিকভাবে মৃতদের আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করা, পৃথিবীকে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রদান করা আর তিনি তা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা যাকে সম্বোধন করে বলেছেন, وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ (আল-আম্বিয়া: ১০৮) অর্থাৎ আমরা তোমাকে সারা পৃথিবীর জন্য কেবল আশির্বাদ বা রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি। যিনি কেবল মানব জাতির জন্য নয় বরং পশু-পাখি সবার জন্য রহমত ও আশির্বাদ ছিলেন, যিনি কেবল মুসলমানদের জন্য নয় বরং অমুসলিমদের জন্যও রহমত বা আশির্বাদ ছিলেন এবং আছেন। তাঁর শিক্ষা কেয়ামত পর্যন্ত সবার জন্য রহমত বা আশির্বাদ, যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মান্যকারীদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, খোদার রসূলের জীবনে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে বলছেন, لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِىۡ رَسُوۡلِ اللّٰهِ اُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنۡ كَانَ يَرۡجُوا اللّٰهَ وَالۡيَوۡمَ الۡاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيۡرًا নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্ রসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে, প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্ এবং পরকালের আশা রাখে আর অজস্র ধারায় আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করে। (আল-আহযাব: ২২)। অতএব এই উত্তম আদর্শ অনুসরণ করা ছাড়া মুসলমান মুসলমান আখ্যায়িত হতে পারে না।

আমাদের নবী (সা.) আমাদের জন্য তৌহীদ প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইবাদতেরও উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। উন্নত নৈতিক চরিত্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আর বান্দার অধিকার প্রদানেরও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন; কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল বর্তমান যুগের মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি তাঁকে ভালোবাসার দাবি তো করে কিন্তু তাদের কর্ম সম্পূর্ণভাবে সেই শিক্ষার পরিপন্থী, যা আমাদের প্রিয় রসূল (সা.) আমাদেরকে দিয়েছেন আর যা তিনি নিজে করে দেখিয়েছেন। তিনি সারা বিশ্বের জন্য আশির্বাদ এবং রহমত হিসেবে এসেছিলেন আর এরা যে ভালোবাসার দাবি করে আর ১২ রবিউল আউয়ালকে বড় উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে উদ্‌যাপন করছে, রসুলের আদর্শ অনুকরণের এবং সর্বত্র রহমত ও আশির্বাদ বিস্তৃত করার অঙ্গিকারের পরিবর্তে অধিকাংশ মুসলমান দেশে ফেতনা ও নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে।

আজ এই আনন্দের দিনে সব মুসলমানের কর্মে এটিই প্রকাশ পাওয়া উচিত ছিল যে, আমরা যে নবীর মান্যকারী তিনি ছিলেন শান্তি এবং নিরাপত্তার বাদশা, তিনি সারা পৃথিবীর জন্য আশির্বাদ এবং খোদার ইবাদতের উন্নত মান স্থাপনকারী ছিলেন। তিনি নৈতিক চরিত্রের উন্নত মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন আর আমরা খোদার নির্দেশ অনুসারে তাঁর সুন্নত এবং রীতি-নীতির অনুসরণকারী। তাই আজকের দিনে এই নবীর জন্ম দিনের আনন্দে আমাদের পক্ষ থেকে প্রেম প্রীতি, ভালোবাসা এবং শান্তিই উৎসারিত হওয়া উচিত। কেননা, এটিই আমাদের নবী (সা.) মান্যকারীদেরকে করতে বলেছেন আর আমাদের কাছে তাঁর এই প্রত্যাশাই ছিল। আর এই শিক্ষাই তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমান দেশগুলোতে এর সম্পূর্ণ এর বিপরীত চিত্র অর্থাৎ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিরাজমান। বরং অমুসলিম বিশ্বও মুসলমানদের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে ভীত এবং ত্রস্ত।

পাকিস্তানে এই ভয়ের কারণে অর্থাৎ কোথাও ফেতনা ও নৈরাজ্যের অগ্নি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় না ছড়িয়ে যায় এই আশঙ্কায় কোন কোন শহরে আজকে মোবাইল ফোন সার্ভিস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সব চোরাহা এবং রাস্তায় পুলিশের ব্যাপক মোতায়েন রয়েছে। এটিই কী রসূলের জন্ম দিবস উদ্‌যাপনের রীতি? প্রত্যেক ভদ্র মানুষ ভীত-ত্রস্ত আর সরকার আইন প্রয়োগ আর আইন শৃঙ্খলার বিষয়ে খুবই শঙ্কিত, আমাদের প্রিয় প্রভুর নামে, আহমদীদের নামে অপলাপ আর নোংরা কথাবার্তা বলা তো একটি নিত্য দিনের ব্যাপার; কিন্তু আজকের এই খুশির দিনেও এতে ভয়াবহতা এসেছে মারাত্মকভাবে। এদের ধারণা হল এই কর্মের মাধ্যমে তারা সেই মহান নবীর সম্মান এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করছে। কয়েক দিন পূর্বে পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে যে ঘেরাও করা হয়েছে, হড়তাল করা হয়েছে, তা প্রত্যেক নাগরিককে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। জীবনের স্বাভাবিক গতি থেমে গেছে। কোন রোগীর জন্য হাসপাতালে যাওয়া সম্ভব ছিল না, স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি দোকানঘাট পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যার ঘরে পানাহারের দ্রব্যাদি ছিল না, সন্তানদের জন্য পানাহার দ্রব্য আনা তাদের জন্য সম্ভব ছিল না। দেশের শতশত কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে আর এসব কিছু এই নামধারী আলেমদের রসূল প্রেমের বলিতে পরিণত হয়েছে। সেই রসূল যিনি সারা বিশ্বের জন্য রহমত ও আশির্বাদ ছিলেন যিনি আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, পথের অধিকার এবং প্রাপ্য প্রদান কর। তিনি (সা.) বলেন যে, বাজারে হৈ-হট্টগোল থেকে বিরত থাক।

(সহী বুখারী, কিতাবুল বুয়ু)

তিনি আরও বলেন, পথে বসা থেকে বিরত থাক। সাহাবীরা বলেন যে, আমরা তো পথে বসে কাজ করতে বাধ্য, কেননা সে যুগে নির্দিষ্ট কোন ব্যবসার স্থান ছিল না, অফিস ছিল না, যেখানে বসে ব্যবসায়িক বিষয়াদির সিদ্ধান্ত করা যায়। তাই বাজারে বসে বা রাস্তায় বসেই বিষয়ের সিদ্ধান্ত হত, চুক্তির শর্ত নির্ধারিত হত। তিনি (সা.) একথা শুনে বলেন যে, তাহলে রাস্তার যে অধিকার আছে তা প্রদান কর। জিজ্ঞেস করা হল হে আল্লাহ্‌র রসূল! রাস্তার অধিকার বলতে কী বুঝায়? তিনি (সা.) বলেন, দৃষ্টি অবনত রাখ, মানুষকে দু:খ-কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাক, এটি পথের প্রাপ্য অধিকার, সালামের উত্তর দাও, এটিই রাস্তার অধিকার, নেক এবং পবিত্র কথার নসীহত কর আর মন্দ কথা থেকে বিরত রাখ, এটিই রাস্তার প্রাপ্য অধিকার। (সহী বুখারী, কিতাবুল মাযালেম)

কিন্তু এরা রসূলের সম্মানের নামে রাস্তা বন্ধ করে মানুষকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল, তা সত্ত্বেও এদের ধারণা এরাই হল ধর্মের ঠিকাদার আর এরা ইচ্ছা অনুসারে যাকে চায় কাফের বানায় আর যাকে চায় মু'মিন আখ্যা দেয়। যাহোক এটি তো তাদের কর্মের স্বরূপ, এসব কিছু তারা করছে তাদের ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। রসূলে করীম (সা.) এর শিক্ষা এবং তাঁর জীবনাদর্শের সাথে এসব বিষয়ের দূরতম সম্পর্কও নেই। এরা যা খুশি তাই করতে পারে কিন্তু আমরা আহমদীদের কাজ এবং দায়িত্ব হল তাঁর উত্তম আদর্শের প্রতিটি দিক দৃষ্টিতে রাখা এবং এর ওপর আমল করার পূর্ণ চেষ্টা করা। নিজের সকল শক্তি এবং সামর্থ্যের ভিত্তিতে চেষ্টা করা। এখন আমি মহানবী (সা.) এর উত্তম জীবনাদর্শের বরাতে তাঁর জীবনের কিছু দিক তুলে ধরব। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা ছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন: মহানবী (সা.) এক মহান সত্তার গভীর প্রেমে মত্ত হন আর তিনি এর ফলে সেই সব কিছু পেয়েছেন যা এই পৃথিবীতে কেউ কখনও পায় নি। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর এত গভীর ভালোবাসা ছিল যে, সাধারণ মানুষও বলত যে, 'আশেকা মুহাম্মাদুন আলা রাব্বিহ' অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রভুর গভীর প্রেমে উন্মাদ হয়ে গেছে।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৩)

পুনরায় খোদা তা'লার প্রতি মহানবী (সা.) এর প্রেম এবং ভালোবাসার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও বলেন: এই আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হয় যে, মুশরেকরা অপবিত্র এবং নোংরা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি, নির্বোধ, শয়তানের বংশধর, তাদের উপাস্যরা অগ্নির ইন্ধন এবং জাহান্নামের ইন্ধন। আবু তালেব মহানবী (সা.) কে ডেকে বলে যে, হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! তোমার গালমন্দে জাতি এখন চরমভাবে উত্তেজিত। তারা তোমাকে ধ্বংস করতে উদ্যত, আর সেই সঙ্গে আমাকেও। তুমি তাদের বিদ্বজনেদের নির্বোধ আর তাদের সম্মানিত লোকদেরকে নিকৃষ্টতম জীব রূপে আখ্যায়িত করেছ। তাদের সম্মানিত উপাস্যদের নাম জাহান্নামের ইন্ধন রেখেছ আর সার্বিকভাবে তাদেরকে নোংরা, অপবিত্র শয়তানের বংশ আখ্যায়িত করেছ। আমি তোমার হিতার্থে বলছি যে, তুমি নিজের ভাষা সংযত কর, গাল মন্দ করা থেকে বিরত হও, নতুবা জাতির মোকাবেলার শক্তি আমার নেই। (এটি তাঁর চাচা তাঁকে সম্বোধন করে বলেন) । হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, রসূলে করীম (সা.) প্রত্যুত্তরে বলেন: হে আমার চাচা! এটি গালমন্দ নয় বরং এটিই সত্যের বহি:প্রকাশ এবং বাস্তব বিষয়ের যথাস্থানে বহি:প্রকাশ, এই কাজের উদ্দেশ্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি, আর এ কাজ করতে গিয়ে যদি আমার মৃত্যুও আসে সানন্দে সেই মৃত্যু বরণ করব। আমার জীবন এই পথেই নিবেদিত, আমি মৃত্যুর ভয়ে সত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে পারি না। হে আমার চাচা! যদি আপনি নিজের দুর্বলতা এবং কষ্টের কথা চিন্তা করে শঙ্কিত হন, তবে আপনার আশ্রয় প্রত্যাহার করুন। খোদার কসম! আপনার আশ্রয়ের আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি খোদার নির্দেশ প্রচার করা থেকে কখনও বিরত হব না। আমার প্রভুর শিক্ষা এবং আদেশ আমার প্রাণের চাইতেও বেশি প্রিয়। খোদার কসম! এ পথে যদি মারা যাই, তাহলে আমি চাই যে, বার বার জীবিত হয়ে এ পথে যেন আবার মৃত্যু বরণ করতে পারি। এটি ভয়ের বিষয় নয়, আমি তাঁর পথে কষ্ট সহ্য করে অসীম আনন্দ পাই। মহানবী (সা.) এই বক্তৃতা করছিলেন, তাঁর পবিত্র চেহারায় সত্য এবং আলোমাখা বেদনা ফুটে উঠছিল। মহানবী (সা.) এই বক্তৃতা যখন শেষ করলেন, তাঁর সত্যের জ্যোতি দেখে অবলীলায় আবু তালেবের অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তিনি বলেন, আমি তোমার এই উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে অনবহিত ছিলাম। তোমার মহিমা ও মর্যাদা অনন্য। যতদিন জীবিত আছি, যতদিন সামর্থ্য আছে তোমার সঙ্গ দিব। "

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১০-১১১)

আজ আমরা আহমদীদের বিরুদ্ধে এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কে মানার কারণে এরা কাফের হয়ে গেছে। আমি এই যে ঘটনা বর্ণনা করেছি, এগুলো আমরা ইতিহাসে পড়ি শুনি কিন্তু যে সাবলীলতা এবং যে আন্তরিক অবস্থা নিয়ে এটি বর্ণনা করেছেন এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি তাঁর প্রেমের বহি:প্রকাশও ঘটে। আর এর কল্যাণে আল্লাহ্‌র সাথে ভালোবাসার পথও মানুষের সামনে স্পষ্ট হয় যা তিনি (সা.) আমাদেরকে দেখিয়েছেন। এরপর মুহাম্মদ প্রেমে তাঁর পবিত্র জীবনের এই দিকটা বর্ণনা করতে গিয়ে মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

" আমি সর্বদা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করি যে,এই যে আরবী নবী যাঁর নাম 'মুহাম্মদ' (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরুদ ও সালাম), তিনি কতই না উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর উচ্চ অবস্থান বা মোকামের সীমা কল্পনাও করা যায় না এবং তাঁর পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ও কার্যকারিতার সঠিক অনুমান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আফসোস যে, তাঁর মর্যাদা যেভাবে সনাক্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে সনাক্ত করা হয় নি। সেই তওহীদ যা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তিনিই একমাত্র বীরপুরুষ, তা দুনিয়াতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের প্রতি ভালবাসায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। এজন্যই খোদা, যিনি তাঁর (সা.) হৃদয়ের রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সমস্ত নবী ও সমস্ত প্রথম ও শেষের ব্যক্তিগণের অর্থাৎ আউয়ালীন ও আখেরীনদের উপরে উন্নীত করেছেন। এবং তাঁর কাঙ্খিত সকল প্রত্যাশাই তাঁর জীবনে পূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক কৃপা ও কল্যাণের ঝরণার উৎস। যে ব্যক্তি তাঁর কৃপা ও কল্যাণসমূহ স্বীকার না করেই কোনও প্রকারে কোনও শ্রেষ্ঠত্বে দাবী করে সে মানুষ নয়, সে শয়তানের বংশধর। কেননা, প্রতিটি শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে। এবং প্রত্যেক মারেফাতের (জ্ঞান ও প্রজ্ঞার) ভাণ্ডার তাঁকেই দান করা হয়েছে। যে তাঁর মাধ্যমে না পায়, চির বঞ্চিত। আমি কী বস্তু, আমার আছেই বা কি! আমি নেয়ামত বা উত্তম পুরস্কারের অস্বীকারকারী হব, যদি না আমি একথা স্বীকার করি যে, প্রকৃত তওহীদ আমি ঐ নবীর মাধ্যমেই লাভ করেছি। জীবিত খোদার পরিচয় আমি পেয়েছি ঐ কামেল ও পূর্ণ নবীর মাধ্যমেই, তাঁরই আলোকের মধ্য দিয়ে। খোদার সাথে কথা বলার এবং সম্বোধিত হওয়ার, যার মাধ্যমে আমরা খোদার চেহারা দেখে থাকি-তার সৌভাগ্য লাভ করেছি ঐ মহান নবীরই মাধ্যমে। ঐ হেদায়াতের সূর্যের রশ্মিমালা আমার উপরে প্রখর রৌদ্রের ন্যায় পতিত হয় এবং তার মধ্যে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, ততক্ষণ আমি আলোকিত হতে থাকি।”

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৫-১১৮)

অতএব মহানবী (সা.) কে অনুসরণ করেই প্রকৃত তৌহিদের জ্ঞান অর্জন হতে পারে। তাঁর পবিত্র জীবনাদর্শ অনুকরণ করে আমরা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর দাবির এটিই ভিত্তি।

মহানবী (সা.)-এর ইবাদতের মান কত উন্নত ছিল সেই সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর তাহাজ্জুদের নামাযের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বলেন মহানবী (সা.) তাহাজ্জুদে এগার রাকাতের অধিক পড়তেন না, কিন্তু তা এত সুন্দর, এত দীর্ঘ আর আকর্ষণীয় নামায ছিল যে, যে নামাযের দৈর্ঘ্য এবং সৌন্দর্য সম্পর্কে তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর না, ভাষা সেই অবস্থার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম নয়। এক হাদীসে এসেছে তিনি (সা.) যখন নফল নামায পড়ছিলেন তখন এক সাহাবী নিভৃতে দেখেছেন, তিনি বলেন যে, তখন গভীর ক্রন্দনের ফলশ্রুতিতে তাঁর বক্ষ থেকে এমন আওয়াজ নির্গত হচ্ছিল যেন জাঁতাকল ঘুরছে। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত)

আরেক রেওয়ায়েতে আছে যে পানি ফুটলে যেমন আওয়াজ হয় তেমন আওয়াজ তাঁর বক্ষ থেকে বেরিয়ে আসছিল।

(সুনান আন নিসাঈ, কিতাবুস সহু)

রেওয়ায়েতে আছে অনেক সময় নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাঁর পা ফুলে যেত এবং ফুলে অনেক সময় ফেটে যেত। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, একবার আমি মহানবী (সা.) এর কাছে নিবেদন করলাম যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি এত কষ্ট কেন সহ্য করেন, যেখানে আল্লাহ্ তা'লা আপনার পূর্বের ও পরের সকল দুর্বলতা এবং দোষ ক্ষমা করে দিয়েছেন, তিনি (সা.) উত্তরে বলেন: “আফালা উহেব্বু আন আকুনা আবদান শুকুরা” আমি কি খোদার কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া পছন্দ করব না।

(সহী বুখারী, কিতাবুল তফসীরুল কুরআন)

তাঁর ইবাদতের উন্নত মান সাহাবীদের জীবনে কি বিপ্লব এনেছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

“ আমি দীপ্তকণ্ঠে বলতে চাই যে, কোন ব্যক্তি যতই ঘৃণ্য শত্রু হোক না কেন, সে খ্রিষ্টান হোক বা আর্য এইসব অবস্থা যখন সে লক্ষ্য করবে যা মহানবী (সা.)-এর পূর্বে আরবে ছিল আর সেই পরিবর্তনের পর দৃষ্টিপাত করবে যা তাঁর শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছিল, তখন তাকে অবলীলায় তাঁর সত্যতার অনুকূলে সাক্ষ্য দিতে হবে। এটি মোদ্দা কথা যে, কুরআন এর পূর্বের অবস্থার চিত্র অংকন করতে গিয়ে বলেছে, (অর্থাৎ আরবের লোকদের তার মান্যকারীদের পূর্বের অবস্থার চিত্র এভাবে করেছে যে) يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ (সূরা মুহাম্মদ: ১৩) অর্থাৎ তারা সেভাবে খায় যেভাবে পশু খেয়ে থাকে। পশুবৎ অবস্থা। এই ছিল তাদের অবিশ্বাসের যুগের চিত্র। এরপর মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আধ্যাত্মিক প্রভাব যখন তাদের মাঝে পরিবর্তন আনে তাদের যে অবস্থা হয়েছে তাহল يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (আল-ফুরকান: ৬৫) অর্থাৎ তারা নিজেদের প্রভুর দরবারে সেজদা এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত অতিবাহিত করে। যে মহান পরিবর্তন মহানবী (সা.) আরবের বন্যদের মাঝে সৃষ্টি করেছিলেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেই সম্পর্কে বলেন যে, যে পরিবর্তন মহানবী (সা.) আরবের বন্যদের মাঝে এনেছিলেন, যে গহ্বর থেকে বের করে তাদের উচ্চতা ও মর্যাদায় পৌঁছিয়েছেন সেই পুরো অবস্থা দেখে মানুষ অবলীলায় কেঁদে উঠে যে, কত মহান বিপ্লব তিনি সাধন করেছেন। তিনি বলেন পৃথিবীর কোন ইতিহাসে আর কোন জাতিতে এর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি নিছক কাহিনী নয় বরং এগুলো হল ঘটনা, যার সত্যতার কথা এক যুগকে স্বীকার করতে হয়েছে। ”

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৪-১৪৫)

অতএব, পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত হয়েছে এমন পশ্চাদবর্তীদের জামা'তের দায়িত্ব বর্তায় যে, যেভাবে সাহাবীরা নিজেদের ইবাদতের মানকে অনেক উন্নত করেছেন, এই আদর্শ অনুকরণে আমাদেরও ইবাদতের মান উন্নত করা উচিত আর শুধু বস্তুবাদিতায় আর জাগতিকতায় যেন কেবল আমরা নিমজ্জিত না থাকি। জামা'ত এবং অঙ্গসংগঠনগুলো রিপোর্ট দেয় শতকরা এতভাগ মানুষ আমাদের নামাযী হয়ে গেছে, চল্লিশ বা পঞ্চাশ বা শতকরা ষাটভাগ মানুষ নামাযী হয়ে গেছে। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত একশতভাগ ইবাদতগুজার সৃষ্টি না করব আমাদের নিশ্চিন্তে বসা উচিত নয়। শুধু ব্যবস্থাপনা নয় প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে আমি কোথায় কোন অবস্থানে রয়েছি।

সততা আর বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে তাঁর ভয়াবহ শত্রু নযর বিন হারেসের সাক্ষ্য শুনুন। একবার কুরাইশ নেতারা সমবেত হয়, যাদের মাঝে ছিল আবু জাহল এবং নযর বিন আল হারেস। মহানবী (সা.) সম্পর্কে যখন এই কথা বলে কেউ যে, তাকে যাদুকর হিসেবে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হোক বা মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করা হোক, তখন নযর বিন হারেস উঠে দাঁড়িয়ে বলে যে, হে কুরাইশ! তোমাদের সামনে এমন একটি বিষয় উত্থিত হয়েছে যার উত্তর দেওয়ার জন্য কোন পরিকল্পনা তোমরা এখনও গ্রহণ করতে পার নি। সে বলে, মুহাম্মদ তোমাদের মাঝে এক যুবক ছিল, তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় ছিল, সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী, তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সৎ ও বিশ্বস্ত ছিল। এখন তোমরা তাঁর চুল সাদা হতে দেখছ আর যে বাণী সে নিয়ে এসেছে তোমরা বলেছ সে জাদুকর, তাঁর মাঝে জাদুর কোন দিক নেই, আমরাও জাদুকর দেখেছি। তোমরা বল যে সে গনক কিন্তু আমরা গনকও দেখেছি সে মোটেও গনক নয়। তোমরা বলেছ সে কবি আমরা কবিতার সকল প্রকার কবিতা জানি, সে কবিও নয়। তোমরা গুজব ছড়িয়েছ সে উন্মাদ, তাঁর মাঝে উন্মাদনার কোন লক্ষণ নেই। হে কুরাইশ, আরেকটু ভেবে দেখ, তোমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন।

(সীরাত ইবনে হিশাম, ১ম ভাগ, পৃষ্ঠা: ১৯২)

আবু জাহল কখনও তাঁর সত্যবাদিতার কথা অস্বীকার করতে পারে নি। সে বলে যে, তোমাকে আমি মিথ্যাবাদী বলছি না কিন্তু যে শিক্ষা তুমি নিয়ে এসেছ সে শিক্ষা ভ্রান্ত। কেননা তুমি আমাদের মূর্তির বিরুদ্ধে কথা বলছো। আবু সুফিয়ানও হেরাকাস বাদশাহর রাজদরবারে এই কথাই বলেছিল যে, মুহাম্মদ (সা.) কখনও মিথ্যা বলে নি আর সত্য বলার উপদেশ দেয়। অতএব ঘৃণ্য শত্রুও তাকে কখনও মিথ্যাবাদী বলতে পারে নি আর তাঁর নবুওয়্যত যে সত্য ছিল এটিই তার অনেক বড় একটি প্রমাণ। ইহুদি আলেম তাঁর পবিত্র চেহারা দেখে বলেছিল যে, এই চেহারা মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না। (সুনান তিরমিযি, আবওয়াব, সাফাতুল কিয়ামাহ)

অতএব, আজও তাঁর শিক্ষা এবং কর্মের সত্যতার উন্নত মানই অমুসলিমদেরকে ইসলামের কাছে টেনে আনতে পারে। এই মিথ্যা, প্রতারণা আর ধোকা ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণার প্রসার করতে পারে কিন্তু কাউকে ইসলামের কাছে টানতে পারে না। এসব বস্তুবাদিতা প্রসূত কথাবার্তা, ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা আর নামাধারী আলেমদের মিথ্যার ভিত্তিতে মিম্বর জবর দখল করা- এগুলো কখনও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে না। তাই তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণে আহমদীদেরকে নিজেদের সত্যের মান সবসময় উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে যেন ইসলামের সুন্দর শিক্ষার প্রচার এবং প্রসারের কাজটি সহজসাধ্য হয়। তবলীগের জন্য কথা এবং কর্মের মাঝে সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। যদি কর্মে সত্য না থাকে তাহলে মানুষ ধর্মের শিক্ষাকে মিথ্যা জ্ঞান করবে। আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা এক চিরসত্য, ইসলাম ধর্ম একটি চিরসত্য, সত্যের প্রসার আর সত্যের ভিত্তিতে সত্যের প্রসার ও প্রচার করা আজকে আমাদের দায়িত্ব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: এক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে স্বীকার করতে হয় যে, পৃথিবীতে ইসলামের আগমনের পূর্বে সব ধর্ম বিকৃতির শিকার ছিল। আধ্যাত্মিকতা হারিয়ে বসেছিল। অতএব, আমাদের নবী (সা.) সত্য প্রকাশের জন্য সবচেয়ে বড় সংস্কারক ছিলেন, যিনি হারিয়ে যাওয়া সত্য পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছেন। এই গর্বে আমাদের নবী (সা.)

এর কোন শরীক ছিল না, তিনি সারা পৃথিবীকে এক অমানিশায় নিমজ্জিত পেয়েছেন। তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমে সেই অমানিশা আলোতে বদলে গেছে। যে জাতিতে তিনি আবির্ভুত হয়েছেন, সেই সমগ্র জাতি শিরকের পোশাক পরিহার করে একত্ববাদের পোশাক পরিধান করেছে, ততক্ষণ তিনি মৃত্যুবরণ করেন নি। এমনকি তারা ঈমানের উন্নত মানে উপনিত হয়েছে। নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং দৃঢ়বিশ্বাসের সেই কাজ তাদের মধ্যে থেকে উৎসারিত হয়েছে যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোন অংশে মাঝে পাওয়া যায় নি। এই সাফল্য ঈমানের সাফল্য যা মহানবী (সা.) ছাড়া অন্য কোন নবীর ভাগ্যে জুটে নি। এটিই মহানবী (সা.) এর নবুওয়্যতের অনেক বড় একটি প্রমাণ যে তিনি এমন এক যুগে প্রেরিত হয়েছেন যখন যুগ চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল আর স্বভাবতই এক মহান সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। আর তিনি এমন সময় পৃথিবী থেকে বিদায় নেন যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ শিরক এবং প্রতিমা পূজা পরিহার করে একত্ববাদ এবং সঠিক পথ অবলম্বন করেছিল। সত্যিকার অর্থে মহান সংশোধন তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। তিনি এক বন্য প্রকৃতির জাতিকে মানবীয় গুণে সজ্জিত করেছিলেন বা ভিন্ন বাক্যে পশুকে তিনি মানুষ বানিয়েছেন, মানুষকে সুশিক্ষিত মানুষে পরিণত করেছেন আর সুশিক্ষিত মানুষকে খোদা প্রেমিক মানুষ বানিয়েছেন আর আধ্যাত্মিকতার প্রাণ তাদের মাঝে ফুৎকার করেছেন আর সত্যিকার খোদার সাথে তাদের সম্পর্ক বন্ধন গড়ে তুলেছেন। ”

(লেকচার সিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, ২০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৬-২০৭)

অতএব যদি সত্যিকার মুসলমান আখ্যায়িত হতে হয়, যদি সত্যিকার খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় তাহলে সত্যের মানকে উন্নত করতে হবে আর আজকে যদি কারো জন্য এটি করা সম্ভব হতে পারে তাহলে আহমদীরাই করতে পারে। কেননা, তারা যুগ ইমামের সাথে এ অঙ্গীকার করেছে যে তারা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিবে। অতএব, এটি কেবল অঙ্গীকার পর্যন্ত যেন সীমাবদ্ধ না থাকে বরং প্রত্যেক আহমদীর প্রতিটি কর্ম যেন এর সাক্ষ্য হয় তবেই এ অঙ্গীকারের সত্যতা প্রকাশ পাবে।

এক মহান চারিত্রিক গুণ হল বিনয় বা এভাবে বলা যায় যে, বিনয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর পবিত্র চারিত্রিক গুণ মহান মানে উপনিত ছিল, তাঁর বিনয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, কখনও এমন হয় নি যে, সাহাবীদের মাঝে বা আহলে বায়ত বা পরিবারের সদস্যদের মাঝে কেউ তাঁকে ডেকেছে আর তিনি তাকে ‘লাব্বায়েক’ বলে উত্তর দেন নি। হযরত আয়েশা বলেন যে, এই কারণেই কুরআনে আল্লাহ্ তা’লা বলেন: “ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আযীম” (আল-কলম: ৫) তুমি মহান চারিত্রিক গুণাবলীর উপর অধিষ্ঠিত হয়েছ।

(তফসীর দুররে মানসুর, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২৬)

হযরত আলী (রা.) বলেন যে, রসূলে করীম (সা.) যখন কারো প্রতি ফিরে দেখতেন তখন পুরো মনোযোগ সহকারে তাকাতেন, তাঁর দৃষ্টি থাকত সব সময় অবনত, মনে হত তাঁর বেশি চোখ পড়ত মাটির ওপর। যে ব্যক্তিরই তাঁর সাথে দেখা হত তাদের প্রথমে সালাম করতেন। (শুমায়েলুল মুহাম্মাদীয়া, লি ইমাম তিরমিযি) তিনি বলেন যে, আমি আদম সন্তানের সর্দার কিন্তু এতে গর্বের কিছু নেই, কিয়ামত দিবসে আমি সর্ব প্রথম ‘শাফায়াত’কারী হব। আর প্রথম ব্যক্তি হব যার শাফায়াত গৃহিত হবে। কিন্তু এতে গর্বের কিছু নেই। কিয়ামত দিবসে প্রশংসার পতাকা আমার হাতে থাকবে কিন্তু এতে গর্বের কিছু নেই। (সুনান ইবনে মাজা কিতাবুয যোহদ) এটি ছিল তাঁর বিনয়ের পরাকাষ্ঠা যা তাঁর প্রতিটি কথা এবং কর্মে প্রকাশ পেত।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

“ নিছক অহংকার আর অযথা গর্ব পরিহার করা উচিত আর বিনয় অবলম্বন করা উচিত। দেখ, মহানবী (সা.) যিনি প্রকৃত অর্থেই সবচেয়ে বড় ছিলেন, সবচেয়ে বড় সম্মানের যোগ্য ছিলেন। তাঁর বিনয়ের একটা দৃষ্টান্ত কুরআন শরীফে উল্লেখ আছে যে, এক অন্ধ ব্যক্তি রসূলে করীম (সা.) এর কাছে এসে কুরআন শরীফ পড়ত, একদিন তাঁর কাছে মক্কার নেতৃস্থানীয় এবং শহরের রইস এরা সমবেত ছিল এবং তাঁর সাথে আলোচনায় রত ছিলে, তিনি (সা.) কথায় ব্যস্ত ছিলেন, কিছুটা বিলম্ব হওয়ার কারণে সেই অন্ধ ব্যক্তি উঠে চলে যায়। এটি সামন্য একটি বিষয় ছিল, আল্লাহ্ তা’লা এ সম্পর্কে একটি সূরা অবতীর্ণ করেন, রসূলে করীম (সা.) তখন সেই ব্যক্তির ঘরে যান এবং তাকে সাথে এনে তাঁর পবিত্র চাদর বিছিয়ে তাতে তাকে বসান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে আসল কথা হল যাদের হৃদয়ে খোদার মাহাত্ম বিরাজ করে তাদেরকে অবশ্যই বিনয়ী হতে হয়। কেননা, তারা খোদার ভ্রুক্ষেপহীনতার বিষয়ে সব সময় ভীত থাকেন। তিনি (আ.) বলেন যেভাবে আল্লাহ্ তা’লা তুচ্ছ বিষয়কে মূল্যায়ণ করেন, অনুরূপে (বাহ্যতঃ) তুচ্ছ বিষয়ে তিনি পাকওড়াও করেন। কোন কাজের কারণে তিনি অসুন্তষ্ট হলে নিমিষে সব কিছু ধ্বসং হয়ে যাবে। তাই এসব কথা নিয়ে চিন্তা কর আর এসব স্মরণ রাখ আর এসব মেনে চল।

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪৩-৩৪৪)

তাঁর পবিত্র জীবনাদর্শ এবং তাঁর পবিত্র জীবনী অনন্ত । সব বিষয়ে তিনি মহান আদর্শ, কেনই বা হবেন না, কেননা তিনি মহান শিক্ষক ছিলেন আর নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছেন, কেউ দুরাচারী হলেও তাঁর কাছে আসার পর তাকে নৈতিক গুণাবলীতে সজ্জিত করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সা.) এর কাছে আসার অনুমতি প্রার্থনা করে, রসূলুল্লাহ (সা.) তাকে ডেকে বলেন এই ব্যক্তি নিজের গৃহে সবচেয়ে অপ্রিয় এক ভাই, ভাইদের সাথে ভাই হিসেবে তার ব্যবহার পছন্দনীয় নয়, বংশের সবচেয়ে অপ্রিয় সন্তান ছিল, সে ব্যক্তি এসে যখন সেখানে বসে মহানবী (সা.) বড় মনের পরিচয় দিয়ে তার সাথে খুবই সুন্দরভাবে কথা বলেন, যদিও সে অপ্রিয় ভাই ছিল, এক অপ্রিয় পুত্র ছিল, অপছন্দনীয় অভ্যাস ছিল। কিন্তু তিনি (সা.) খুব সুন্দরভাবে তার সাথে কথা বলেন। সে যখন চলে যায় হযরত আয়েশা (রা.) রসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞেস করেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি যখন তাকে দেখেন তার সম্পর্কে অমুক অমুক কথা বলেছেন কিন্তু তার সাথে আলাপ চারিতার সময় পরম হাস্যজ্জ্বল চেহারার সাথে কথা বলেন, তিনি বলেন হে আয়েশা! তুমি আমাকে কখন দুর্ব্যবহার করতে দেখেছো? তিনি বলছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা’লার দৃষ্টিতে কেয়ামত দিবসে সবচে ঘৃণ্য ব্যক্তি সে হবে যার দুর্ব্যবহার ও দুরাচারিতার ভয়ে মানুষ তার সাথে সাক্ষাৎ করা পরিহার করে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আদাব)

রসূলে করীম (সা.) কে যখন একবার জিজ্ঞেস করা হয় যে, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি কীভাবে বুঝব যে আমি ভালো করছি না মন্দ। তিনি (সা.) বলেন, তুমি যখন প্রতিবেশিকে এ কথা বলতে শুন যে তুমি ভাল তখন, নিশ্চিত হতে পার যে তোমার কর্মপন্থা ভাল। যদি প্রতিবেশি বলে যে তুমি ও তোমার আচরণ মন্দ তাহলে নিশ্চিত ধরে নিতে পার যে, তুমি মন্দ এবং তোমার আচরণ সঠিক নয়।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ)

অতএব নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সকল অবস্থা উন্নত রাখা আবশ্যক আর এটিই আজকে একজন আহমদীর আচরণ হওয়া উচিত। আজকে মুসলমানদের মাঝে যে ফেতনা এবং নৈরাজ্য বিরাজ করছে তার মূল কারণই হল তাদের চারিত্রিক অধঃপতন ঘটেছে। মহানবী (সা.) এর আদর্শকে মানুষ ভুলে গেছে। শুধু মৌখিক দাবি বাকী আছে। মহানবী (সা.) এর সুমহান জীবনাদর্শের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

“মহানবী (সা.) সব ক্ষেত্রে আদর্শ ছিলেন, তাঁর পবিত্র জীবনাদর্শের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখ যে, মহিলাদের সাথে কীভাবে সামাজিক জীবন যাপন করতেন। আমার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি ভীরু এবং কাপুরুষ যে মহিলার মোকাবেলায় দণ্ডায়মান হয়। রসূলে করীম (সা.) এর পবিত্র জীবন অধ্যায়ন করলে জানতে পারবে যে, তিনি এত উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। যদিও প্রতাপান্বিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন, কোন দুর্বল মহিলাও তাঁকে দাঁড়াতে বললে তিনি ততক্ষণ যেতেন না যতক্ষণ না সে অনুমতি দিত। তিনি (সা.) নিজেই বাজার থেকে সওদা ক্রয় করে আনতেন। একবার তিনি কিছু ক্রয় করেছেন, এক সাহাবী বলেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাকে দিন, এতে তিনি (সা.) বলেন, না, যার জিনিস তাকেই বহন করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, এর অর্থ এটি করা উচিত নয় যে, তিনি জ্বালানীর বোঝাও বয়ে আনতেন। এইসব ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য হল এইসবের মাধ্যমে তাঁর অনাড়ম্বরতা এবং অকৃত্রিমতার কথা প্রতিভাত হয়।”(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৪-৪৫)

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

“আমাদের নবী (সা.)-এর প্রতি লক্ষ্য করে দেখ! তাঁর নবুয়্যতের যুগের ১৩টি বছর বিপদাপদ এবং কাঠিন্যের মাঝে অতিবাহিত হয়েছে। আর ১০ বছর ছিল শক্তি-সম্পদ এবং রাজত্বের। তাঁর মোকাবেলায় অনেক জাতি ছিল। প্রধানত ছিল তাঁর স্বজাতি, তারপর ইহুদী, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিকদের বিভিন্ন দল ছিল, নক্ষত্রপূজারী ও অন্যান্যরা ছিল যাদের কাজ প্রতিমা পূজা। প্রকৃত খোদার বিশ্বাসের চেয়ে বেশি বিশ্বাস তাদের ওপরই ছিল। তারা এমন কোন কাজ করত না যা তাদের এই প্রতিমার

এরপর আটের পাতায়....

জুমআর খুতবা

এ বিষয়টি এক মু'মিনকে সর্বদা সামনে রাখতে হবে যে, জাগতিক বিষয়াদির মোহ ও ভালোবাসা যেন খোদা তা'লাকে ভুলিয়ে না দেয়।

আজকাল মুসলিম দেশসমূহে যে নৈরাজ্য বিরাজ করছে এর কারণ হল, ধর্ম থেকে দূরে অবস্থানকারী এবং বস্তুবাদি শ্রেণির যে চিত্র আল্লাহ্ তা'লা অঙ্কন করেছেন, তা এখন মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য।

মুসলমান নেতারা সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য জনসাধারণের সেবার জিগির তুলে ক্ষমতায় বসে, এরপর দুই হাতে এমন ভাবে লুটপাঠ করে যা ধারণার বাইরে। আলেমরা জনসাধারণের ধর্মীয় উন্নয়নের কথা কমই চিন্তা করে বরং তাদের মূল চেষ্টা থাকে ধর্মের নামে জনসাধারণকে তাদের আজ্ঞাবহ বানানো আর কোনক্রমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্টিত হওয়া বা সরকারের পক্ষ থেকে মুনাফা হাসিল করা এবং ধনসম্পদ একত্রিত করা ও সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা। তারা আল্লাহ্ তা'লার নাম নেয় ঠিকই কিন্তু তাদের কর্মে কোন ধরণের খোদাভীতির বহিঃপ্রকাশ হয় না। পাকিস্তানে সার্বিকভাবে আমরা এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করছি।

আল্লাহ্ তা'লা এসব শাসক, রাজা বাদশা এবং স্বার্থপর শ্রেণিকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন তারা যেন ধনসম্পদ কুক্ষিগত করার পরিবর্তে সম্পদের সঠিক ব্যবহার করে এবং তা সঠিক জায়গায় খরচ করে। এর মাধ্যমে তারা খোদার সন্তুষ্টি লাভের পাশাপাশি জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও শক্তি সঞ্চয় করবে।

মু'মিনের কাজ হল জাগতিক উপায় উপকরণ অর্জনের ক্ষেত্রে সকল চেষ্টা নিয়োজিত করার পরিবর্তে খোদার ক্ষমা ও সন্তুষ্টি সন্ধান করা।

মুসলমান দেশেগুলোর নেতৃবৃন্দ যারা জাগতিক কামনা বাসনার পিছনে ছুটছে, যারা কার্যত খোদার পরিবর্তে পরাশক্তিগুলোকে খোদা বানিয়ে রেখেছে আর মনে করে যে, তাদের সে বন্ধুত্বই তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার এবং উন্নতির নিশ্চয়তা দিতে পারে।

জাগতিক সমর্থন ক্ষণস্থায়ী। আজকে থাকলে কালকে থাকবে না। খোদার পক্ষ থেকে যখন পতন আসে তখন জাগতিক বন্ধুত্ব এবং চুক্তি কোন কাজে আসে না। মনে হয়, এসব পরাশক্তির, বিশেষ করে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। ফলাফল কখন প্রকাশ পাবে আল্লাহ্ই ভাল জানেন। কিন্তু মুসলমানদেরকে পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ানোর অপচেষ্টা আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই মুসলিম বিশ্বের জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা এদের বিবেক-বুদ্ধি দিন, কাণ্ডজ্ঞান দিন, এরা যেন ঐক্যবদ্ধ হয়, আর বিভিন্ন দেশের মাঝে যুদ্ধের যেই আশঙ্কা রয়েছে, তাও যেন দূরীভূত হয়। খোদা এদের বিবেকবুদ্ধি দিন।

সবচেয়ে বড় যে দোয়া আমাদের করা উচিত, তা হল মুসলমানরা যেন খোদার প্রেরিত মসীহ্ মওউদ এবং ইমাম মাহদীকে চিনতে পারে, যার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তারা পরস্পরের ভিতর এবং সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হতে পারে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে **প্রদত্ত** ৮ই ডিসেম্বর , ২০১৭, **এর জুমুআর খুতবা (৮ ফতাহ , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূ র আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

(সূরা আলে ইমরান: ১৫)

এই আয়াতের অনুবাদ হল- মানুষের জন্য সহজাতভাবে পছন্দনীয় জিনিসের অর্থাৎ নারীদের, সন্তানসন্ততির, স্তূপকৃত স্বর্ণরৌপ্যের,স্বতন্ত্র চিহ্ন বহনকারী ঘোড়ার, গবাদি পশুরএবং ক্ষেতখামারের ভালোবাসা আকর্ষণীয় করে দেখানো হয়েছে। এগুলো পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী আর আল্লাহ্ সেই সত্তা যাঁর নিকট অতি উত্তম প্রত্যাবর্তন স্থল রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা সেই সকল লোককের এই চিত্র অংকন করেছেন বা ঐ সকল মানুষের অবস্থা তুলে ধরেছেন যারা আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলে যায় এবং জাগতিক লক্ষ্য অর্জনই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলে যায় তখন শয়তান তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। যদিও এই সবকিছুই আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্ট এবং খোদার নেয়ামতরাজির অন্তর্গত আর এগুলোকে অবশ্যই কাজে লাগানো উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অতি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে জাগতিক কার্যকলাপ থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়াও ভ্রান্ত রীতি। বিয়ে করাও আবশ্যক আর এটি মহানবী (সা.)-এর সুন্নত। একইভাবে অন্যান্য কাজ যা সাহাবীরাও (রা) করতেন। কোন কোন সাহাবীর কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ছিল কিন্তু তাঁরা জগৎমুখী ছিলেন না, পার্থিব বিষয়ের মোহে অন্ধ ছিলেন না।

হযরত মসীহ্মওউদ (আ.) বলেন- "স্মরণ রেখো! খোদার উদ্দেশ্য আদৌ এটি নয় যে, তোমরা জাগতিক বিষয়াদিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ কর বরং তাঁর উদ্দেশ্য হল 'কাদ আফলাহা মান যাক্কাহা' (সূরা আশ্ শামস: ১০) অর্থাৎ যে আত্মশুদ্ধি করেছে সে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করে নিয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, ব্যাবসা-বাণিজ্য কর, কৃষিকাজ কর, চাকরি কর, হাতের কাজ কর, যা ইচ্ছা কর কিন্তু নিজের নফস বা প্রবৃত্তিকে খোদার অবাধ্যতা থেকে মুক্ত রাখ আর এমনভাবে আত্মশুদ্ধি কর যেন এ সব বিষয় তোমাকে খোদার প্রতি উদাসীন করতে না পারে।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬০-২৬১)

এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন- "নফস বা প্রবৃত্তির অধিকার প্রদান করা বৈধ কিন্তু ভারসাম্যহীনভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা বৈধ নয়।"

(মালফুযাত,৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪৮)

এরপর তেরোর পাতায়.....

ছয়ের পাতার পর.....

সম্মান পরিপন্থী হত। মদ পানের এত ব্যাপক প্রচলন ছিল যে দৈনিক পাঁচবার বা সাতবার মদপান করা হত। এমনকি পানির পরিবর্তে মদই ব্যবহার করা হত। অবৈধ কাজকে তারা মাতৃদুগ্ধের মত প্রিয় জ্ঞান করত। হত্যা বা লড়াই তাদের দৃষ্টিতে সামান্য কাজই ছিল। বস্তুত পৃথিবীর সমস্ত জাতি ও অপবিত্র ধর্ম-বিশ্বাসের নির্যাস তাদের মধ্যে একত্রিত হয়েছিল। এমন জাতির সংশোধন করে তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসা আর তাও এমন যুগে যখন তিনি (সা.) ছিলেন নি:সঙ্গ ও অসহায়। কখনও খাবার পেলে খেতেন আর কখনও ক্ষুধার্থ ঘুমিয়ে পড়তেন। যে কয়জন সাথি ছিল, নিত্যদিন মক্কাতেও তাদের দুর্ভোগের সম্মুখিন হতে হত। (অর্থাৎ মক্কায় শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। অনাহারে দিন কাটাতে হত, সাথি সঙ্গী মুসলমান যারা ছিল তারাও প্রতিদিন প্রহৃত হত) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- " তারা নি:সঙ্গ এবং অসহায় ছিলেন, সর্বত্র লাঞ্ছিত হতেন। স্বদেশ থেকে তারা বিতাড়িত হয়েছেন, নির্বাসিত হয়েছেন। এরপর মহানবী (সা.)-এর জীবনে দ্বিতীয় যুগ আসে যখন সমগ্র আরব দ্বীপ এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত তাঁর দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। কারো বিরোধিতা করারও কারো সাহস ছিল না। এত মহান ক্ষমতা এবং প্রতাপ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছিলেন যে, যদি চাইতেন পুরো আরবকে হত্যা করতে পারতেন। যদি তিনি (সা.) প্রবৃত্তি এবং রিপুর দাস হতেন তাহলে পূর্বে যে অন্যায় অত্যাচার হয়েছে তাঁর কাছে সেগুলোর প্রতিশোধ নেওয়ার উত্তম সুযোগ ছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর কী বলছেন "লা তাসরিবা আলাইকুমুল ইয়াউম"। বস্তুত এভাবে যে উভয় যুগ মহানবী (সা.) এর জীবনে আসে আর উভয় যুগে তাঁকে ভালোভাবে যাচাই এবং পরীক্ষা করার সুযোগ ছিল। এটি সাময়িক আবেগ এবং উত্তেজনার কোন বিষয় ছিল না। মহানবী (সা.)-এর সকল প্রকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে পরখ করা হয়েছে। তাঁর ধৈর্য, অবিচলতা, পবিত্রতা, নমনীয়তা, সহনশীলতা, বীরত্ব, উদারতা, দানশীলতা, ইত্যাদি সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি প্রকাশ পায় এবং কোন দিক পরিক্ষিত হওয়া বাকী ছিল না। "

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৫-১৯৬)

অতএব আজকে যদি প্রকৃত আনন্দ উদ্‌যাপন করতে হয় তাবে তা তাঁর উত্তম আদর্শে অনুকরণে উদ্‌যাপিত হতে পারে। যেখানে ইবাদতের মানও হবে উন্নত, যেখানে একত্ববাদের ওপরও থাকবে পূর্ণ বিশ্বাস আর উন্নত চারিত্রিক মানও অর্জিত হবে। যদি এটি না হয় তাহলে আমাদের এবং অন্যদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। যারা আজকে বহুধা বিভক্ত, সাময়িক নেতা এবং নামাধারী আলেমদের অন্ধ অনুকরণে মানুষকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, যদি আমরাও এমন করি তাহলে তাদের এবং আমাদের মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আতের দাবি হল সব কাজে মহানবী (সা.) এর উত্তম আদর্শকে সামনে রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দিন।

মহানবী (সা.) এর উন্নত মর্যাদার কথা বলতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"সেই ইনসান যিনি সর্বাপেক্ষা কামেল বা পরিপূর্ণ এবং প্রকৃত অর্থেই যিনি ইনসানে কামেল এবং কামেল নবী এবং যাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান ও পুনরুত্থান সংঘটিত হওয়ায় পৃথিবীতে প্রথম কেয়ামত প্রদর্শিত হয়েছে এবং মৃত জগৎ পুনরায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সেই কল্যাণমণ্ডিত নবী হচ্ছেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া ইমামুল আসফিয়া খাতামুল মুরসালীন ফখরুন্নবীঈন জনাবে মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)। হে আমার খোদা! তুমি সেই প্রিয়তম নবীর উপরে সেই রহমত ও দরূদ বর্ষণ কর, যা তুমি পৃথিবীর আদিকাল থেকে অদ্যবধি অন্য কারো উপরেই বর্ষণ করনি। যদি এই আজিমুশশান, মহামহিমান্বিত নবী দুনিয়ার বুকে না আসতেন, তাহলে যে সকল ছোট ছোট নবী যেমন, ইউসুফ (আ.), আইয়ুব (আ.), মসীহ ইবনে মরিয়ম (আ.), মালাকি (আ.), ইয়াহইয়া (আ.) জাকারিয়া (আ.) ইত্যাদি, তাঁদের সত্যতার স্বপক্ষে আমাদের কাছে কোনও প্রমাণই থাকত না, যদিও তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন খোদা তা'লার প্রিয়পাত্র। এ তো সেই নবীরই (সা.) কৃপা ও অনুগ্রহ যার দরুন এঁরা সবাই পৃথিবীতে সত্য বলে স্বীকৃত হতে পেরেছেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

(ইতমামুল হুজ্জাত, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৮)

নামাযের পর একজনের গায়েবানা জানাযা পড়াব, এটি সিস্টার সালমা গানি সাহেবার যিনি আমেরিকার ফিলোডালফিয়াতে থাকতেন। ২০ নভেম্বর ৮৩ বছর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। যুক্তরাষ্ট্রের আমীর সাহেব লিখছেন যে, ১৯৬০ কিম্বা ১৯৬১ সালে ২৪ বছর বয়সে তিনি বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন। পেশায় স্কুল-শিক্ষিকা ছিলেন। ১৯৭৫-১৯৭৬ সালের রাবওয়ার জলসায় যোগদানের সৌভাগ্য হয়েছে। সেখানকার ঘটনাবলী হৃদয়ের মাধুরি মিশিয়ে বর্ণনা করতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সাথে সাক্ষাতের কথা বলতেন। প্রায় ১৫ বছর আমেরিকার লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। খুবই পরিশ্রম করেছেন, লাজনা ইমাইল্লাহকে একটা নতুন উচ্চতায় পৌঁছিয়েছেন। বেশ কয়েকবার ফিলোডেলফিয়ার লাজনা প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। পাঁচ বেলার নামায ছাড়াও তাহাজ্জুদের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। সব সময় জামা'তের উন্নতির ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতেন। ফেলাডেলফিয়ার মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার জন্য তার গভীর আগ্রহ ছিল, এর জন্য দোয়াও করতেন। ইনশাআল্লাহ অচিরেই তা নির্মিত হবে। শ্রদ্ধেয় আমীর সাহেব লিখছেন- স্থানীয় সদর সাহেব বলছেন যে জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার সাথে তার আনুগত্যের এবং সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল, যাবতীয় কর্মব্যস্ততার কথা শেয়ার করতেন। প্রেসিডেন্ট সাহেব আরো বলছেন, দু'মাস পূর্বে যখন পাকস্থলীর ক্যান্সার সম্পর্কে তিনি অবগত হন, মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে সাক্ষাতের জন্য যখন যাই তিনি বলেন যে, আমার ওসীয়্যত শুনুন, ডাক্তার চার বা ছয় মাসের কথা বলেছে কিন্তু আমি মাত্র কয় দিনের মেহমান। তোমাকে জানাযা পড়াতে হবে, তিনদিনের বেশি অপেক্ষা কর না। উইলিংবোরো মসজিদে জানাযা হবে। কাফনের ব্যবস্থা ফেলাডেলফিয়ায় হয়ে গেছে। মরহুমার কোন সন্তান ছিল না, তার বংশে কোন আহমদী এবং কোন মুসলমানও ছিল না কিন্তু তার অন্যান্য ভাইবোনদের সাথে তার ব্যবহার উত্তম ছিল। আমেরিকার লাজনার প্রেসিডেন্ট সাহেবা লিখছেন যে, খ্রিষ্টান পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছেন কিন্তু ১৫ বছর বয়সেই হযরত ঈসা (আ.) এর ক্রুশীয় মৃত্যু এবং খ্রিষ্টধর্মের ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রায়ঃশ্চিত্তবাদ সম্পর্কে তার মাথায় প্রশ্ন দানা বাঁধতে থাকে। তিনি এমন এক ধর্মের সন্ধানে ছিলেন যার ফলে তিনি আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করতে পারতেন, সেই অনুসন্ধানকালে ক্যাথলিসিজম গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। অন্যান্য ধর্ম অর্থাৎ বৌদ্ধ, হিন্দু এবং খ্রিষ্ট ধর্মের বিভিন্ন ফির্কা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। সব ধর্মে ভাল দিক খুঁজে পেয়েছেন কিন্তু এই ধর্মগুলোর কোনটিই তার প্রত্যাশায় উত্তীর্ণ হয় নি। সেই সময় তার কোন বন্ধু যে কিছুদিন পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, সে তাকে একটা প্যামপ্লেট দেয়, যাতে লেখা ছিল হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশে মারা যান নি, এই প্যামপ্লেট দেখতেই তার চোখ খুলে যায়, তার চোখে অশ্রু নেমে আসে। তিনি বলেন আমি আবার জীবন লাভ করেছি। এমন মনে হত যেন আমার দেহের একটি অংশ দীর্ঘকাল থেকে মৃত ছিল এই প্যামপ্লেটে তার মাথায় থাকা সব প্রশ্নের উত্তর ছিল। তারপর মসজিদে আসেন, সেখান থেকে বিভিন্ন বই পুস্তক ক্রয় করেন, অধ্যয়ন করেন। অবশেষে তিনি আমেরিকার ফেলাডেলফিয়ায় বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি জীবনের শেষ নি:শ্বাস পর্যন্ত এখানেই বসবাস করেন। একবার বলেন যে, এটি সেই প্যামপ্লেট ছিল যাতে লেখা ছিল যে, ঈসা (আ.) ক্রুশে মারা যান নি, যা আমার ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছে, যা সত্য এবং প্রকৃত ধর্ম। আহমদী হিসেবে ৫৪ বছর জীবন কাটিয়েছেন। জামা'ত এবং আহমদীয়া খিলাফতের সাথে নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, প্রেম এবং অনুরাগের সুমহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আনুগত্যের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর যুগে ১৫ বছর পর্যন্ত আমেরিকার লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করা সৌভাগ্য হয়েছে। এরপর লাজনার সাম্মানিক সদস্যা হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়। আফ্রো আমেরিকান ডেস্কে লাজনার শূরা কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবেও তার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। তার হৃদয় সব সময় তবলীগি বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ থাকত। যেহেতু খ্রিষ্টান পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিল খুবই কার্যকরী এবং বিদগ্ধা আলেম হিসেবে তবলীগ করতেন। তার প্রচেষ্টায় অনেকেই আহমদীয়াত গ্রহণ করে আর অনেকের সংশোধনের কারণ হয়েছেন। তিনি, সব সময় ভ্রাতৃসুলভ, প্রেম প্রীতি এবং ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহারের নসীহত করতেন। ঘানা এবং নাইজেরিয়ার বেশ কয়েকটি সফরের পর সর্বত্র আন্টি সালমা গানি নামে পরিচিত ছিলেন। আমেরিকায় সব সময় এক পবিত্র পরহেজগার এবং সর্বজনপ্রিয় মহিলা হিসেবে তিনি মনের মণি কোঠায় জীবিত থাকবেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার মাধ্যমে যারা আহমদী হয়েছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে দৃঢ়তা এবং অবিচলতা দান করুন। আমেরিকা জামা'তকে তৌফিক দিন তারা যেন ইসলামের প্রকৃত বাণী শুনে, বোঝে এবং গ্রহণ করার তৌফিক লাভ করে।

২০১৭ সালের যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর কর্মব্যস্ততার বিবরণ

হুযুর আনোয়ার (আই.) সরল ও অকপট হয়ে কথা বলেন। তিনি বড়ই দয়ালু ও কোমল হৃদয়।

হুযুরের জৌতির্মণ্ডিত চেহারা মন ও মস্তিষ্কে বিচিত্র প্রভাব সৃষ্টি করে।

জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের ঈমান উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া দান

জামাত আহমদীয়ার ইমাম সমগ্র বিশ্বের খলীফা হওয়া সত্বেও কত বিনয়ী। এত প্রিয় ও বিনয়ী মানুষটি যে সমগ্র বিশ্বের মান্যবর তা বোঝাই যায় না।

(উমর এ জালু, কৃষ্টি মন্ত্রী, গ্যাম্বিয়া)

আপনাদের জামাতের মহিলারা অনেক শিক্ষিতা।

এটিই ইসলামের স্বরূপ, অন্যান্য মুসলমানদেরকে এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা উচিত।

জামাত আহমদীয়া বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করছে। রসুলে করীম (সা.) যে ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন, ইসলামের সেই প্রকৃত রূপ বিকৃত হয়েছে। এই ধরণের প্রদর্শনী ইসলামের শান্তির বাণী প্রসারের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

(প্রখ্যাত চিত্রগ্রাহক পিটার স্যান্ডারস)

আমি জামাত আহমদীয়ার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছি। মানবাধিকারের জন্য জামাত আহমদীয়ার চেষ্টা প্রশংসনীয়, বিশেষ করে সেই সকল স্থানে যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে। অনুরূপভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে জামাত আহমদীয়ার সেবা প্রশংসার দাবী রাখে।

আমি ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা নিয়ে নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছি। এটি এমন একটি বিষয় যা আমি বারংবার বিভিন্ন স্থানে লক্ষ্য করেছি। আমি যদি এটিকে বোতল বন্দি করে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতাম আর স্বদেশবাসীদের মধ্যে বিতরণ করতে পারতাম।

(বেলপম্যান শহরের মেয়র খালিদ বেলাল)

'আমি জলসায় তিন অতিবাহিত করেছি, কিন্তু একবারও আমাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বলা হয় নি। বরং আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে আমি সাচ্ছন্দে আছি কি না।'

রিপোট: আব্দুল মাজেদ তাহের, এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর, লন্ডন

অনুবাদক: মির্যা সফিউল আলাম

রিভিউ অফ রিলিজিয়ন বিভাগের অধীনে জলসায় আগমণকারী অমুসলিম অতিথিদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত।

রিভিউ অফ রিলিজিয়নের পক্ষ থেকে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল যেখানে Shroud of Turin (মসীহ্‌র কাফন)-এর বিষয়েও প্রদর্শনী করা হয়। Shroud of Turin এর কয়েকজন গবেষক, বিশেষজ্ঞ এবং ইসলামিক ইতিহাসবিদ বিশেষভাবে এই জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই সব অতিথিদের মধ্যে ছিলেন-

ডক্টর আওকাশাদ দালি, যিনি মিশরের প্রাচীন ইতিহাস এবং মধ্যযুগীয় আরবী ভাষার বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম। তিনি লন্ডন ইউনিভার্সিটির ইউ.সি.এল-এর প্রফেসর। (২) আরবী এবং প্রাচীন মিশরীয় ভাষা বিশেষজ্ঞ ডক্টর হানি রুশওয়ান। (৩) নরওয়ের ওলাফ জস্টেইন এন্ডারসন। মহাশয় মসীহর কাফন বিষয়ে প্রখ্যাত গবেষক। (৪) মি. ব্রুনো বারবেরিস যিনি মসীহর কাফন সংক্রান্ত বিষয়ক কমিটির সদর। (৫) খ্যাতনামা চিত্রগ্রাহক পিটার স্যান্ডার। (৬) ব্রিটিশ সোসাইটি অফ শ্রাউড নিউজ-এর সম্পাদক ডেভিড রলফ। বিগত চল্লিশ বছর যাবৎ তিনি মসীহর কাফন সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করছেন এবং এই বিষয়ে তথ্যচিত্রও প্রস্তুত করেছেন। (৭) বেরি এম সোয়ারিটয সাহেবও মসীহর কাফন সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষকদের মধ্যে অন্যতম।

হুযুর আনোয়ার (আই.) অতিথিদেরকে সম্বোধন করে বলেন: আমি এ বছর প্রদর্শনী দেখতে আসতে পারি নি। দু'বার মনঃস্থির করেও বৃষ্টি ও কাজের ব্যস্ততার জন্য আসতে পারি নি।

* ব্যারি সোয়ারিটয সাহেব বলেন: আপনাদের জলসা খুবই সুন্দর। আমি নিজের পরিবারে যে ভালবাসা পাই তার থেকে বেশি ভালবাসা এখানে পেয়ে থাকি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যে একবার আমাদের বন্ধু হয়ে যায় সে চিরকাল আমাদের বন্ধুই থেকে যায় আর আমরা সঠিক অর্থে বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করি।

ভদ্রলোক বিগত তিন বছর থেকে এই প্রদর্শনীর কারণে যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশ গ্রহণ করে আসছেন।

তিনি বলেন: আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাই যে, আমি ডিউটি ব্যাজ লাগিয়ে রেখেছি। গত বছর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেছিলেন যে, আমি এখন মেযবান, মেহমান নই। এই প্রদর্শনী ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করছেন তাই আপনার উচিত ডিউটি ব্যাজ লাগানো। এই কারণে আমি ডিউটি ব্যাজ লাগিয়েছি। (ভদ্রলোক স্বেচ্ছাসেবীদের ব্যাজ পরেছিলেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আগামী বছর আপনি এখানে আসলে আপনার কাছে স্বেচ্ছসেবীদের ব্যাজ নয় বরং নীল রঙের ব্যাজ দেখতে চাই।

এর উত্তরে তিনি বলেন এর অর্থ হল হুযুর আমাকে আগামী বছরের জলসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন। তিনি বলেন: তিন বছর থেকে জলসায় অংশ গ্রহণ করছি। আমার জন্য এটি অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমি কখনো এখানে কোন অঘটন বা খারাপ কিছু হতে দেখি নি। আমি প্রত্যেক বছর নিজের ল্যাপটপ ব্যাগ প্রদর্শনীর তাঁবুর মধ্যে একই জায়গায় রেখে যাই, কিন্তু কখনো আমার ব্যাগ নিজের স্থান থেকে এদিক ওদিক হয় নি।

আমি জলসায় একাধিক বার একথা ব্যক্ত করেছি যে, আমার নিকটজনদের থেকেও বেশি ভালবাসা এখানে পেয়েছি। আমি হুযুর আনোয়ার (আই.) কে এক মহান ব্যক্তি বলে বিশ্বাস করি যার অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। তাঁর সঙ্গে কিছু সময় অতিবাহিত করার পর আমি উপলবিদ্ধ করতে পারি যে, আহমদীরা কেন তাঁদের খলীফাকে এত বেশি ভালবাসে।

এক অতিথি বলেন: আমি নিজেকে আহমদী সম্প্রদায়ের ইহুদী সদস্য বলে মনে করি।

মসীহর কাফন সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন নতুন সদস্যও এসেছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁদেরকে সম্বোধন করে বলেন: নতুন স্কলাররাও এসেছেন যা খুব ভাল কথা। আপনাদের কাছ থেকে মানুষ নতুন নতুন তথ্য অর্জন করবে। এখন এই প্রদর্শনী ব্যাপকতা লাভ করেছে।

এক ভদ্রমহিলা বলেন: আপনাদের জামাতের মহিলারা অনেক শিক্ষিতা। মহিলারা আমাদেরকে অনেক কঠিন এবং শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশ্ন করেছিল।

এক অতিথি বলেন: জলসা সালানায় অংশ গ্রহণ করা আমার জন্য অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। আগামী বছর এতে না অংশ গ্রহণ করা আমার জন্য সম্ভব নয়। আগামী বছরও আমাকে আসতে হবে।

প্রফেসর ডক্টর আওকাশাদ দালি সাহেব যিনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর, তিনি পুনরায় আক্ষেপ করে বলেন যে, তিনি এখানে ২৫ বছর থেকে আছেন। কিন্তু একবার এই জলসা সম্পর্কে শোনেন নি। তিনি আশ্চয্য হচ্ছিলেন যে, এত বিশাল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী সমস্ত কাজ বড়ই নিপুণতার সঙ্গে সানন্দে করে যাচ্ছিল। তিনি একথাও ব্যক্ত করেন যে, জলসা সম্পর্কে এর পূর্বে অবগত হলে অবশ্যই এতে অংশ গ্রহণ করতেন। তিনি বলেন, আগামী বছর সাথী সঙ্গীদেরদেরকে জলসায় অংশ গ্রহণ করার জন্য বলবেন।

ভদ্রলোক নিজে অ-আহমদী, কিন্তু তিনি বলেন, এটিই ইসলামের স্বরূপ, অন্যান্য মুসলমানদেরকে এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা উচিত।

কাফন সম্পর্কে আরেক বিশেষজ্ঞ ওলাফ জোয়েস্টেন এন্ডারসন যিনি নরওয়ের অধিবাসী এবং বেশ কয়েকটি পুস্তকের রচয়িতা। তিনি ইন্টারনেটে কাফন সম্পর্কিত প্রদর্শনীর বিষয়টি জানতে পেরে কাউকে কিছু না জানিয়েই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণের জন্য ইন্টারনেটে নিজের জন্য টিকিট বুক করেন। পরে তিনি নরওয়ে জামাতের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানিয়ে দেন যে, তিনি যুক্ত রাজ্যের জলসায় অংশ গ্রহণের জন্য যাচ্ছেন।

তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমার সঙ্গে বাদশাহ্‌র ন্যায় আচরণ করা হয়েছে। আমি এমন দৃশ্য দেখেছি যা বর্ণনা করার জন্য আমার কাছে ভাষা নেই।

এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী কিছু অতিথি খৃষ্টান ছিলেন। এঁরা যেহেতু রবিবার গীর্জায় যান তাই তাদের গীর্জায় যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভদ্রলোককে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনি কি গীর্জায় যেতে চান? এই প্রশ্ন শুনে এতটাই প্রভাবিত হন যে, তিনি বলেন: আমার বিশ্বাস হচ্ছেনা যে, একটি মুসলিম জামাত আমাকে গীর্জায় যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। এই ধরণের ভালবাসা এবং সম্মান প্রদর্শন দেখে সেদিন তিনি গীর্জায় না গিয়ে জলসায় গোটা সময়টুকু অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত নেন।

কাফন সংক্রান্ত বিষয়ের আরেক বিশেষজ্ঞ ব্রুনো বারবেরিস বলেন: আমি এ বিষয়ে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি যে, খিলাফতের সঙ্গে আহমদীদের দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। আহমদীরা যেখানেই থাকুক না কেন, তারা খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে আর পরস্পরকে না জানলেও তাদের সম্পর্ক দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এটি এক অনন্য ও বিশেষ দিক।

প্রখ্যাত চিত্রগ্রাহক পিটার স্যান্ডারস যিনি মক্কা ও মদিনার বিশেষ চিত্র ধারণ করেছেন, তিনিও জলসায় অংশ গ্রহণ করেন। রিভিউ অফ রিলিজিয়নের প্রদর্শনী দেখে তিনি বলেন: জামাত আহমদীয়া বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করছে। রসুলে করীম (সা.) যে ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন, ইসলামের সেই প্রকৃত রূপ বিকৃত হয়েছে। এই ধরণের প্রদর্শনী ইসলামের শান্তির বাণী প্রসারের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

ব্রিটিশ সোসাইটি অফ শ্রাউড নিউজ লেটার এডিটর ডেভিড রলফ বিগত চল্লিশ বছর থেকে মসীহ্‌র কাফনের বিষয়ে গবেষণা করছেন। তিনি কাফনের বিষয়ে একটি তথ্য চিত্র প্রস্তুত করেছিলেন যার কারণে তাঁকে পুরস্কারও দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন: মানুষ টুরিনের কাফনকে ভুলে বসেছে। অধিকাংশ মানুষ এটিকে কৃত্রিম বলে আখ্যায়িত করে থাকে। গীর্জায় গিয়ে এ সম্পর্কে ভাষণ দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে সম্মত করাতে আমার কয়েক বছর লেগেছে। কিন্তু জামাত আহমদীয়া কাফনের বিষয়টিকে অব্যাহত রাখার সংগ্রামে প্রথম সারিতে রয়েছে। কাফন সম্পর্কে গবেষণায় আমার চল্লিশ বছর কেটে গেছে। কিন্তু জলসায় কাফনের প্রদর্শনীতে এসে আমি প্রথম এর (কাফনের) উদ্দেশ্য জানতে পারলাম। আর এই উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে এক ছত্রছায়ার একত্রিত করা। আর এটি এমন এক উদ্দেশ্য যা জামাত আহমদীয়ার মধ্যে কেবল পাওয়াই যায় না বরং তারা এটিকে অক্ষরে অক্ষরে পালনও করছে।

এই অতিথিদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত অনুষ্ঠান সওয়া আটটায় সমাপ্ত হয়।

লসএঞ্জেলস (যুক্তরাষ্ট্র)-এর বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

লসএঞ্জেলস থেকে বৌদ্ধদের Compassionate Service Soceity (CSS) এর ২১ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আসে।

এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট Nhan Khac Le সর্ব প্রথম সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন। এই প্রতিনিধি দলে, ডাক্তার, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ ছিলেন।

দলের নেতা এবং প্রেসিডেন্ট Nhan Khac Le হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, আহমদী সদস্যদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হওয়ার পরই আমি প্রথম ইসলামি দোয়া পাঠ করেছি। ইসলামের ভিত্তি শান্তি ও ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত। আহমদীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে ওঠায় আমি আনন্দিত। আমি আহমদীদের কাছে কেবলই ভালবাসা পেয়েছি। যেভাবে আমাদের সেবা যত্ন করা হয়েছে তা আমি বলে বোঝাতে পারব না।

তিনি বলেন: এই জলসা অত্যন্ত সংগঠিত ও সুব্যবস্থিত ছিল। আনুগত্যের উন্নত মান এতে চোখে পড়েছে। সমস্ত লোক স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করছে এবং সকলেই সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ। এ সব কিছুই হুযুর আনোয়ার-এর কারণে হচ্ছে। এখন আমরা আমেরিকা গিয়ে মানুষকে খিলাফতে আহমদীয়া সম্পর্কে জানাব। আমার তো মনে হয় আমাদের মধ্যে কয়েকজন আহমদী মুসলমান হয়ে যাবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: পৃথিবীতে মানবতাকে মূল্য দেওয়া আবশ্যক বিষয় আর এই কারণেই আমরা আমাদের মানবতার সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম রেখেছি ' হিউম্যানিটি ফার্স্ট'। ভদ্রলোক বলেন: হুযুর সরল ও অকপট হয়ে কথা বলেন। তিনি বড়ই দয়ালু ও কোমল হৃদয়। আমাদের ইচ্ছা হুযুর আমেরিকা এসে আমাদের পথ-প্রদর্শন করুন এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সাক্ষাত করুন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা হযরত বৌদ্ধ (আ.)-কে খোদার একজন নবী হিসেবে মান্য করি।

হুযুর আনোয়ার প্রতিনিধি দলের নেতা এবং প্রেসিডেন্টকে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

সাক্ষাতের শেষপর্বে প্রতিনিধি দলটি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে একটি উপহার পেশ করে এবং বলে যে, এই স্মারকটি পনের শ' বছর প্রাচীন কাঠ দিয়ে নির্মিত আর এটি অতি দুর্লভ বস্তু।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট Nhan Khac Le বলেন: জলসার সময় যেভাবে স্বেচ্ছসেবীরা ৩৮ হাজার লোকের সমাবেশের সেবা করেছে তা প্রশংসনীয়। এখান থেকে আমি এক ইতিবাচক এবং ঈমান উদ্দীপক শক্তি সঞ্চয় করে ফিরছি। জামাত আহমদীয়ার ইমাম বর্তমান যুগের মহান ধর্মীয় পথ-প্রদর্শক।

এই প্রতিনিধি দলের এক সদস্যা নাওকো নাকাজিমা সাহেবা নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি জামাত আহমদীয়ার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছি। মানবাধিকারের জন্য জামাত আহমদীয়ার চেষ্টা প্রশংসনীয়, বিশেষ করে সেই সকল স্থানে যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে। অনুরূপভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে জামাত আহমদীয়ার সেবা প্রশংসার দাবী রাখে।

একজন ইভেন্ট রিপোর্টর এবং দলের আরেক সদস্যা কিম হান সি লি সাহেবা বলেন: এই ধরণের জলসা আমার জন্য প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল। ক্যালিগ্রাফ্রি এবং আরবী ভাষার ইতিহাসের বিষয়ে উপস্থাপনাটি আমার খুব ভাল লেগেছে যেটি অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ ছিল।

আরেক সদস্যা Judy Nguyen বলেন: এই জলসা ছিল এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। যুবক থেকে বৃদ্ধের একাগ্র হয়ে নিঃস্বার্থ সেবা প্রদান করে যাওয়া অবিশ্বাস্য বিষয় ছিল।

দলের আরেক সদস্য Minh Tam Nelson বলেন: জলসা সালানায় অংশ গ্রহণ করা আমার জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। স্বেচ্ছাসেবীরা যেভাবে আমাদের সেবা যত্ন করেছে তা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট এবং প্রভাবসৃষ্টিকারী ছিল। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল জামাত আহমদীয়ার ইমামের সঙ্গে সাক্ষাত। আমি আজ পর্যন্ত যতগুলি সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি তাঁদের মধ্যে জামাত আহমদীয়ার ইমাম সব থেকে বেশি দয়ালু এবং কোমল হৃদয়।

দলের সদস্য Mai-Ly Thi Pham নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জলসার ব্যবস্থাপনা অতি বিস্ময়কর ছিল, এতে অংশ গ্রহণ করা আমার জন্য সম্মানের বিষয়। আমি এখানে মুসলমানদের সম্পর্কে, বিশেষ করে আহমদী মুসলমানদের সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। নিঃস্বার্থভাবে সেবা করার জামাত আহমদীয়ার শিক্ষা আমাদের বৌদ্ধধর্মের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জামাত আহমদীয়া এবং বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এই সাদৃশ্য দেখে মনে হয় যেন পৃথিবী সংকুচিত হয়ে গেছে এবং পরিবারের সদস্য বেড়ে চলেছে। আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

প্রতিনিধি দলের এক সদস্য Wehn Wah Chew বলেন: মহাত্মা বুদ্ধ এবং জামাত আহমদীয়ার শিক্ষাবলীর মূল ভিত্তি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন- মানবাধিকার, ভালবাসা, বিশ্বস্ততা এবং সহানুভুতি। আমি জামাত আহমদীয়ার ইমামের প্রতিও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ যিনি তাঁর অত্যন্ত মূল্যবান সময় থেকে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় বের করেছেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, জামাত আহমদীয়ার খলীফা অত্যন্ত কোমল হৃদয়, বিনয়ী এবং পুণ্যাত্মা।

অনুরূপভাবে প্রতিনিধি দলের সমস্ত সদস্য জামাত আহমদীয়ার জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং দলের প্রত্যেক সদস্য জলসার ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করেন এবং হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে ধন্যবাদ জানান।

এই সাক্ষাতপর্বটি সাড়ে আটটায় সমাপ্ত হয়।

কানাডার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

কানাডার এক সাংসদ মি. গ্যানেট জিনিয়াস জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন: আমি বিরোধী পক্ষের নেতা এবং মানবাধিকারের বিষয়ে কাজ করছেন।

তিনি বলেন, আমি আলজেরিয়া যেতে চাইছিলাম, কিন্তু ভিসা পান নি।

তিনি দলের শীর্ষনেতৃত্বের পক্ষ থেকে হুযুর আনোয়ার (আই.) কে সালাম পৌঁছে দেন এবং বলেন যে, তাঁরা ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। তাঁরা জানতে চান যে, কিভাবে (মুসলিম) দেশগুলি ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলবৎ করেছে।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনি হযরত খলীফাতুল মসীহ আল সানি (রা.)-এর পুস্তক ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অধ্যয়ন করুন। (New World Order of Islam) এই পুস্তকটি অধ্যয়ন করলে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা পাবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সর্ব প্রথম সুদ বন্ধ করা আবশ্যক। বর্তমান পরিস্থিতিতে পৃথিবীতে সর্বব্যাপি সুদ বন্ধ করা খুবই দুরূহ বিষয়।

ব্রেডফোর্ড (ওন্টারিও) -এর কাউন্সিলর রাজ সিন্ধু সাহেব বলেন: ব্রেড ফোর্ড অঞ্চলে কানাডার জামাত জলসার জন্য ২৫০ একর জমি ক্রয় করে রেখেছে। ২০০৮ সালে হুযুর কানাডা পরিদর্শন কালে এই ভূ-খণ্ডটি দেখে এসেছেন। রাজ সিন্ধু সাহেব বলেন, আমি এই কারণে যুক্ত রাজ্যের জলসায় অংশ গ্রহণ করেছি যাতে এ বিষয়ে একটি ধারণা করতে পারি যে, জামাত আহমদীয়ার জলসা কিরূপ হয়ে থাকে। কেননা, কানাডার জামাত ব্রেড ফোর্ড-এ জলসার আয়োজন করতে ইচ্ছুক। আমি জলসার ব্যবস্থাপনা এবং স্বেচ্ছাসেবীদের দেখে বিস্মিত হয়েছি যে, এত কম সময়ে এত বিশাল জলসার আয়োজন কিভাবে করা হয়েছে। আমি কানাডাতেও জামাতের জলসায় অংশ গ্রহণ করেছি। কিন্তু সেখানকার জলসা অনেক ছোট আকারে হয়ে থাকে। জামাত আহমদীয়া সফলতা অর্জন করতে থাকুক, এটিই আমার প্রার্থনা। হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগও হয়েছে যা থেকে আমি অনেক লাভবান হয়েছি। আমি আশা করি একদিন আমরাও আমাদের এলাকা ব্রেড ফোর্ড-এ এই ধরণের জলসার আয়োজন করার সুযোগ পাব যা থেকে আপনার জামাতও উপকৃত হবে আর এতদ্অঞ্চলের মানুষও উপকৃত হবে।

পিস ভিলেজ (ওয়ান) -এর কাউন্সিলর মারিলিন লাফরেট সাহেবা হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে বলেন যে, আপনার সম্প্রদায়ের মহিলারা সত্যিই অসাধারণ। তারা উচ্চ শিক্ষিত, উজ্জ্বল এবং সুসংগঠিত। তিনি বলেন: জলসায় অংশ গ্রহণ করে আমি আনন্দিত। জলসার দুটি দিনই আমার জন্য জ্ঞানবর্ধক প্রমাণিত হয়েছে। আমি জলসা থেকে অনেক কিছু শিখেছি। অতিথিদের বক্তব্য খুব সুন্দর ছিল। বিশেষ করে জামাত আহমদীয়ার ইমামের ভাষণে একথা শুনে আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করেছি যে সমস্ত মুসলমানরাই এমনটি না যেমনটি আমরা প্রতিদিন সংবাদ মাধ্যমে দেখে থাকি। তাদের মধ্যে অনেকেই এমন আছেন যারা শান্তি, ভালবাসা এবং সৌহার্দ্যের শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং সেই শিক্ষা মেনে চলে। আমি খলীফাতুল মসীহ্র গুণগ্রাহী এই কারণে যে, তিনি আমাদের সামনে ইসলামের শান্তির শিক্ষা স্পষ্ট রূপে তুলে ধরেছেন।

সংসদ সদস্য গ্যানেট জিনিয়াস নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: আহমদীয়া মুসলিম জামাত মানবাধিকারের জন্য অনেক কাজ করছে। আমি বিশেষ করে পাকিস্তান ও আলজেরিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যেখানে আহমদীদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। আমরা কিভাবে মানবাধিকার আরও উত্তম পন্থায় প্রদান করতে সক্ষম হব সে বিষয়ে আমি জলসা সালানা থেকে অনেক কিছু শিখেছি। এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে এবং মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে এখন একজন সংসদ সদস্য হিসেবে আমি আরও ভালভাবে এই সব সমস্যাবলীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারব।

কানাডার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাত অনুষ্ঠান ৮টা ৪০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

জামাইকার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

জামাইকা থেকে আগত প্রতিনিধি দলে ছিলেন সাংবাদিক, জামাইকার এক খ্যাতনামা কবি এবং একজন অনুষ্ঠান সঞ্চালক উপস্থিত ছিলেন।

দলে সামিল সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, ইসলাম রাজনৈতিক ধর্ম কি না? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম যেখানে প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য পথ নির্দেশনা পাওয়া যায়। মহানবী (সা.) - সেই যুগে একটি প্রদেশের সর্বময় কর্তার ভূমিকাও পালন করেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে এমনটি হয় না। বর্তমান যুগে ধর্ম এবং দেশের রাজনীতি পৃথক পৃথক ভাবে পরিচালিত হয়।

দলের এর সদস্য বলেন, পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক পৃথক বসার ব্যবস্থাটি আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা মহিলাদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে থাকি। তারা প্রকৃত অর্থে স্বাধীনভাবে নিজেদের অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। ভিডিও রেকর্ডিং-এর জন্য তাদের নিজের ক্যামেরা 'উমেন' থাকে। তাদের নিজস্ব নিরাপত্তা দল রয়েছে। আমরা তাদের এই স্বাধীনতা দিয়ে থাকি যে তারা নিজেদের প্রত্যেকটি জিনিসের দায়িত্ব নিজেরাই পালন করবে আর আমাদের মহিলারা এই পন্থাটিই পছন্দ করে। এতে তারা অত্যন্ত আনন্দ এবং শান্তি অনুভব করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনি নিশ্চয় শুনেছেন যে, আমি লাজনাদের (মহিলাদের) উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেছিলাম, ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, পুরুষ ও মহিলাদের কাজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে। মহিলাদের দায়িত্বাবলীর মধ্যে হল শিশুদের লালন পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা। অপরদিকে পুরুষদের দায়িত্বাবলীর মধ্যে হল পরিবারের যাবতীয় ব্যায়ভার বহন করা। মহিলাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন রাখা হয় নি। তারা একই ব্যবস্থাপনার অধীনে রয়েছে। আমি নিজে মহিলাদের মধ্যে গিয়ে বক্তব্য দিয়েছি।

একজন অতিথি প্রশ্ন করেন যে, জামাইকার জন্য আপনার পরিকল্পনা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) কেবল জামাইকার জন্য নয়, আমাদের পরিকল্পনা তো সারা বিশ্বের জন্য। ইসলামের প্রকৃত বাণী এবং সারা বিশ্বে এর শান্তিপূর্ণ শিক্ষার প্রসারই হল আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

এই সাক্ষাত অনুষ্ঠানটি ৮টা ৫০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

বেলিজ-এর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

বেলিজ থেকে চারজন সদস্য এসেছিলেন। তাঁরা ছিলেন সেখানকার রাজধানী Belmpan এর মেয়র Khalid Belisle সাহেব, টেলিভিশন স্টেশন FM-এর সাংবাদিক এবং একজন অনুষ্ঠান সঞ্চালক Deborah Seoul সাহেব।

সাংবাদিক হুযুর আনোয়ার (আই.) কে বলেন: জলসা আমার খুব ভাল লেগেছে। জলসার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা উৎকৃষ্ট মানের ছিল। সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছিল। প্রত্যেক বক্তব্যে আমি শান্তির বাণীই শুনেছি।

* মেয়র সাহেবও জলসার ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করেন এবং বলেন: কুরআন করীম ছাড়া অন্য কোন একটি বইয়ের নাম প্রস্তাব করুন যেটি আমি পড়তে পারি। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনি 'ইসলামী নীতি-দর্শন' পুস্তকটি পড়ুন।

মেয়র খালিদ বেলাইল সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জলসা সালানায় অংশ গ্রহণ করা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। আমার এমন হচ্ছিল যেন জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তি আমার সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। এই অভিজ্ঞতা লাভের পর আমার মনে ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য কৌতুহল জন্মেছে। এখান থেকে আমি ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা নিয়ে নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছি। এটি এমন একটি বিষয় যা আমি বারংবার বিভিন্ন স্থানে লক্ষ্য করেছি। আমি যদি এটিকে বোতল বন্দি করে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতাম আর স্বদেশবাসীদের মধ্যে বিতরণ করতে পারতাম!

তিনি বলেন: জলসার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত উন্নত মানের ছিল। যেভাবে আমাদেরকে এখানে স্বাগত জানানো হয়েছে আমি চিরকাল মনে রাখব। আমি আপনাদের প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকব, এই কারণে যে, আপনারা আমাকে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, আমি একদিন তাঁবুতে একা ছিলাম। আমার কাছে কয়েকজন খুদ্দাম উপস্থিত হয়। আমি জানি যে, এরা আমার কাছে এজন্য এসেছিল যে আমি বাইরে থেকে এসেছি আর আমি হয়তো একাকিত্ব বোধ করছি। একথা চিন্তা করে আমি যারপরনায় প্রভাবিত হই যে, কিভাবে অতিথিদের সঙ্গে আচরণ করতে হয় এখানকার যুবকদের মধ্যে সেই চেতনা আছে।

মিস ডেবোরা সিউল সাহেবা জলসা প্রসঙ্গে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জলসার প্রত্যেকটি বক্তব্যে শান্তির বাণী ছিল। জামাত আহমদীয়ার ইমাম তাঁর বক্তব্যে বলেন, কাউকে শত্রু মনে করো না। আর যারা আপনাকে শত্রু মনে করে তাদের জন্য দোয়া কর। ' এটি আমার জন্য সব থেকে বড় শিক্ষা ছিল।

এছাড়াও মহিলাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরে মেলবন্ধন দেখে আমি আপ্লুত হয়েছি। অনুরূপভাবে পরস্পর সদয়ভাবে ভালবাসাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করছিল যা আমার মধ্যেও অন্যদের প্রতি ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করার প্রেরণা জাগিয়েছে। জলসার এই তিন দিনের অভিজ্ঞতা আমার জন্য অত্যন্ত বিস্ময়কর ছিল যা আজীবন আমার স্মৃতির সঞ্চয় হয়ে থাকবে।

বেলিযের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন: ভদ্রমহিলা এখানে আসার পর তাঁর সমালোচনা আরম্ভ হয়ে যায়। তারা জানতে চায় যে সে মুসলমানদের জলসায় কেন অংশ গ্রহণ করেছে? ভদ্রমহিলা এর উত্তরে নিজের ফেসবুক পেজে লিখেছেন যে, ' আমি জলসায় তিন অতিবাহিত করেছি, কিন্তু একবারও আমাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বলা হয় নি। বরং আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে আমি সাচ্ছন্দে আছি কি না। এখানে এসে আমি আনন্দিত কি না। আমার কোন জিনিসের প্রয়োজন আছে কি না যাতে আমি আরও সাচ্ছন্দ বোধ করতে পারি। আমি যেখানেই গেছি আমাকে খাওয়া দাওয়া এবং সাচ্ছন্দে কথা

জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। কোন একজনও আমাকে বলে নি যে আপনি মুসলমান হয়ে যান।

অতীতে বিভিন্ন সমাবেশ ও কনভেনশনে আমার যোগদান করার সুযোগ হয়েছে যেগুলির উদ্দেশ্য হয়ে থাকে মানুষকে নিজেদের ধর্মে দীক্ষিত করা। কিন্তু এখানে এমনটি মোটেই ছিল না। আমি এমন মানুষদের সঙ্গেও সাক্ষাত করেছি যারা ৩০ বছর যাবৎ এই সম্প্রদায়ের বন্ধু, কিন্তু এখনও জামাতে অংশ গ্রহণ করেনি। মুসলমানদের এই সম্প্রদায়ের এই কারণে সম্মান করা হয় যে, এরা মানবতার সেবা করে এবং শান্তির বার্তা প্রচার করে।

মিস অলিভিয়া ডেসন যিনি বেলিযের লাজনার সদর পদে রয়েছেন তিনিও এই প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমাকে এখানে খুব ভালভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে। এখানকার খাবার তার থেকে ভিন্ন ছিল যা আমরা খেয়ে থাকি, কিন্তু তা সত্বেও খুবই উৎকৃষ্ট ছিল। এখানে সেবাদানকারীদের আচরণ উন্নত এবং তারা অভিজ্ঞও বটে। আমি বাড়ির মত পরিবেশ পেয়েছি। জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করার অভিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল। এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনকে চিরতরের জন্য বদলে দিয়েছে। বিশেষ করে হুযুর আনোয়ার (আই.) যখন বয়আত গ্রহণ করছিলেন তখন আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিল।

তিনি বলেন: আমাদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাতকালে কিছু বলার সাহস হয় নি; কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করাই আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের বিষয় ছিল। আমি যদি আহমদী হওয়ার পূর্বে এই জলসায় অংশগ্রহণ করতাম তবে জলসার কারণেই আহমদী হয়ে যেতাম। জলসার এই দিনগুলি কখনও ভুলব না।

বেলিযের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাত অনুষ্ঠান ৮টা ৫৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

আইসল্যান্ডের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

আইসল্যান্ড থেকে ৬ জন সদস্য এসেছিলেন যাদের মধ্যে দুইজন নওমোবাঈন ছিলেন আর অন্যরা ছিলেন-১) মিসেস তামিলা গ্যামেয গারসেল যিনি রেইকজাভি-এর মাল্টি কাল্চারাল কাউন্সিলের সদস্য। ২) মিসেস আইরুন আইপরসডটার যিনি হলেন একজন চীফ ইনসপেক্টর। ৩) মিসেস জোনা রোসামান্ডা আকুরেয়রি ইউনিভার্সিটিতে পুলিস সাইন্স প্রজেক্টের ম্যানেজার। (৪) মিসেস স্কুলিনা ক্রিস্টিনোসডটার যিনি আইসল্যান্ড ইউনাভার্সিটিতে মাস্টার ডিগ্রি করছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এখানে আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে, এটি একটি অস্থায়ী শহর গড়ে তোলা হয়েছে এবং যাবতীয় ব্যবস্থাপনাই অস্থায়ী। সমস্ত কাজ স্বেচ্ছাসেবীরা করছে আর এখানকার নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থাও আপনার দেখেছেন যে, কমীরা নিজেরাই এসব কিছু করছে। এত বিশাল জন সমাবেশে কোন পুলিস ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে সমস্ত কিছু পরিচালিত হয়েছে আর পুলিসের কোন প্রয়োজন অনুভুত হয় নি।

এর উত্তরে অতিথিরা বলেন: আমরাও আশ্চর্য হয়েছি যে, এত বিশাল জন সমাবেশ আর বৃষ্টি ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্বেও কোন অব্যবস্থা দেখা দেয় নি। সমস্ত কাজ সুব্যবস্থিতভাবে সম্পাদিত হতে থেকেছে। আমরা এই তিন দিন কোন লড়াই ঝগড়া দেখি নি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) দুই নও মোবাঈনকে জলসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যার উত্তরে তারা সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেন এবং বলেন যে, এই জলসা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি।

দলের মহিলা সদস্যারা নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: জলসার এই অভিজ্ঞতা বিস্ময়কর ছিল। আমরা বিশেষ কোন প্রত্যাশা নিয়ে এই জলসায় আসি নি, কিন্তু ঘরে ফিরে অনুভব করলাম যে, আমরা এক নতুন সত্তা নিয়ে ফিরেছি। নতুন সত্তা এই দিক থেকে যে, আমাদের চিন্তাধারার পরিসর বিস্তৃত হয়েছে এবং পূর্বাপেক্ষা বেশি মানবতার মূল্য অনুধাবন করতে শুরু করেছি। আমরা এমন মানুষকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি যারা অপরের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। আমরা জলসা সালানায়, মানবতা, বিনয় এবং মানুষের প্রতি ভালবাসা ছাড়া অন্য কিছু অনুভব করি নি। আমরা বলতে পারি যে, আহমদীরা আমাদেরকে ইসলামের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করেছে।

প্রথমে আমাদের প্রত্যাশা ছিল যে, মানুষ আমাদের প্রতি বিজনদের ন্যায় আচরণ করবে, কিন্তু ঠিক এর বিপরীতে এক মূহুর্তের জন্য এমনটি মনে হয় নি যে, আমাদেরকে এখানে স্বাগত জানানো হয় নি। প্রতি মূহুর্তে আমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করা হয়েছে যেন আমরা হুযুর (আই.) বিশেষ ও নিকটের অতিথি। যাবতীয় ব্যবস্থাপনা বিস্ময়কর ছিল এবং সব কিছুই যথাযথ ছিল। আমরা যা কিছু প্রশ্ন করেছি প্রত্যেকটির উত্তর পেয়েছি, যদিও আমরা জানতাম যে, কিছু প্রশ্ন হয়তো অন্যদেরকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলতে পারে। কিন্তু অতিথিসেবকদের উত্তর যুক্তিযুক্ত ও সহজবোধ্য ছিল। আমরা বাজার থেকে বিভিন্ন সংস্কৃতির পোশাক এবং খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করে দেখেছি। লিটেরেচারগুলিও ছিল অসাধারণ। অনেক বার দাঁড়িয়ে থেকে চিন্তা করেছি যে, এটি কোন ধরণের ব্যবস্থাপনা যা প্রতি বছর বেড়ে চলেছে আর এটি কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এটি সত্যিই বিস্ময়কর!

আমরা কিছুটা ভ্রমণ করেছি এবং তাতে জামাতের মসজিদ এবং অন্যান্য দৃষ্টিনন্দন স্থান দেখেছি। অনেক মানুষের সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে কথোপকথন হয়েছে যার মাধ্যমে আমরা অপরের ইতিবাচক দিক গুলি সম্পর্কে অবগত হয়েছি।

এই জলসার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং অতিথিসেবকদের জন্য আনন্দের কারণ ছিল জামাতে আহমদীয়ার বিশ্বনেতার উপস্থিতি। এছাড়াও তাঁর সঙ্গে রবিবার আমাদের সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে। সময়ের অপ্রতুলতার কারণ তিনি আমাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন এবং জলসা সম্পর্কে আমাদের প্রতিক্রিয়াও জানতে চান। সাক্ষাত শেষে আমাদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে চিত্র ধারণ করা হয়। আমাদের মহিলাদের ইচ্ছা ছিল কেবল মহিলাদের পৃথক একটি ছবি হোক। জামাত আহমদীয়ার ইমাম সেই অনুরোধ গ্রহণ করেন। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

আইসল্যান্ডের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাত অনুষ্ঠান ৯টা ৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

বেলজিয়ামের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

বেলজিয়ামের প্রতিনিধি দলে ২১ জন নও মোবাঈন ছিলেন যাদের মধ্যে দুই জন ছিলেন সিরিয়ান, একজন নাইজেরিয়ান, একজন ঘানা, ৫ জন সেনেগাল ৭জন কাগনি কিনাকরী এবং ৫জন টোগো বংশোদ্ভুত।

হুযুর আনোয়ার একে একে প্রত্যেকের পরিচয় গ্রহণ করেন। দলের চার সদস্য জানান যে, তারা আজই বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

এক নতুন বয়আত গ্রহণকারীনি মিসেস সিলা কাতিয়াতো সাহেবা নিজের চার সন্তান সঙ্গে করে জলসায় অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন: আমি এই তিন দিনে ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু শিখেছি তার থেকে অনেক বেশি যা আমি আমার সারাটি জীবনে শিখেছিলাম। সন্তানের লালন পালন সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার (আই.) লাজনাদের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দান করেছে তা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। যদিও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু তা সত্বেও এমন মনে হচ্ছিল যেন আমি হজ্জ করতে এসেছি। যেরূপে হজ্জের পুণ্য অনেক বেশি আর হজ্জেও অনেক সমস্যায় পড়তে হয়, অনুরূপভাবে এই তিন দিন আবহাওয়া প্রতিকূল হওয়ার কারণে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে আর আমি জানি যে, এই তিন দিনের পুণ্য অনেক বেশি। এই কারণেই আমি অনুভব করছিলাম যে, আমি যেন হজ্জে এসেছি।

বেলজিয়াম থেকে আরও এক নতুন বয়আত গ্রহণকারীনি ফাতেমাতুল ইউসুফ সাহেবাও নিজের সন্তানদের নিয়ে জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনিও বয়আত করারও সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি বলেন: বিশেষ করে জলসার দিন গুলিতেএমন মনে হচ্ছিল যেন আমাদের আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটছে। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শুনে অনেক কিছু শিখতে পেয়েছি। আমি ফিরে গিয়ে জামাতের অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করব, ইনশাআল্লাহ॥ এখানে জামাতের সদস্যদের নিঃস্বার্থভাবে সেবা করতে দেখে দেশে ফিরে গিয়ে জামাতের খিদমত করার আমারও সাধ জাগে।

দলের আরেক সদস্যা মাতি নিগোম সাহেবা বলেন, যদিও আমি এর আগেও জলসায় অংশ গ্রহণ করেছি, তা সত্বেও এবার জলসায় অংশ গ্রহণ করে অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়েছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) আমাদেরকে যে সকল উপদেশ দান করেছেন আমি সেগুলিতে সত্য দেখেছি। যে সম্মান এবং আচরণে মান আমরা এখানে দেখেছি সেগুলি দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

মিসেস বিলু সাহেবা তাঁর চার সন্তান সহ জলসায় অংশ গ্রহণ করেন। তিনিও বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। কিন্তু তাঁর স্বামী বেলজিয়ামে রয়েছেন যিনি শারিরিকভাবে অসুস্থ। তিনি এখনও বয়আত গ্রহণ করেন নি। মিসেস বেলু এবছর জলসা সালানায় পুনরায় অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি স্বামীর অসুস্থতার কারণে জলসায় অংশ গ্রহণের ইচ্ছা ত্যাগ করেন। যখন তাঁর স্বামী একথা জানতে পারেন তখন তিনি তাঁকে জলসায় অংশ গ্রহণের জন্য জোর দেন এবং বলেন তুমি অবশ্যই ছেলেদেরকে জলসায় নিয়ে যাও। জলসায় অংশ গ্রহণ করে আমাদের ঈমান আরও দৃঢ়তা লাভ করেছে যা আমি বলে বোঝাতে পারব না। আমি স্বামীর জন্য দোয়ার আবেদন করতে চাই যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকেও আহমদীয়াতের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করুন।

মতি কুসমান সাহেবা বলেন: খোদা তা'লা এই জলসায় অংশ

এরপর ষোলোর পাতায়.....

সাতের পাতার পর.....

অতএব, এ বিষয়টি এক মু'মিনকে সর্বদা সামনে রাখতে হবে যে, জাগতিক বিষয়াদির মোহ ও ভালোবাসা যেন খোদা তা'লাকে ভুলিয়ে না দেয়। যেভাবে এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ অর্থাৎ, মানুষের জন্য শাহওয়াত বা প্রবৃত্তির মোহ ও ভালোবাসা সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। এরপর তিনি (আ.) এর ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন এবং বলেছেন, কোন কোন জিনিস (শাহওয়াত) এর অন্তর্গত। মানুষ এগুলো শুধু জীবনের ন্যুনতম চাহিদা পুরণের জন্য চায় না বরং এতে সেই সকল লোককের কথা বলা হয়েছে যারা জগৎ প্রেমে মত্ত আর যাদের একমাত্র লক্ষ্য হল এই সমস্ত জিনিস অর্জন করা।

'শাহওয়াত' শব্দের অর্থ হল কোন কিছুর প্রবল কামনা ও বাসনা এবং সর্বদা শুধু এই চিন্তার মাঝেই মগ্ন থাকা। এর আরেকটি অর্থ হল কোন জিনিস বা লক্ষ্য যা শুধু প্রবৃত্তির কামনার সাথে সম্পৃক্ত, যা ঘৃণ্য বা যৌন বাসনা চরিতার্থ করার প্রবল বাসনা রাখে। একেও শাহওয়াত বলা হয়। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা যখন এখানে বলেন, মানব হৃদয়ে এসব বিষয়ের প্রতি যে ভালোবাসা রয়েছে তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়, তাঁর নেয়ামত থেকে উপকৃত হওয়ার মত বিষয় নয় বরং এই আকর্ষণ শয়তানের পক্ষ থেকে। এটি সাধারণ চাহিদা বা পছন্দ অথবা সৌন্দর্য নয়। বরং এই সৌন্দর্যের চাহিদা বা কামনা এতটাই প্রবল যে মানুষ এটি পাওয়ার জন্য সর্বদা অস্থির ও ব্যাকুল থাকে। এসব জাগতিক বস্তুর প্রতি সে এক অসাধারণ ভালোবাসা রাখে। মানুষ যখন এসব জাগতিক বস্তুর প্রতি এতটা মোহগ্রস্ত হয়ে যায় তখন এসব আর আল্লাহ্র নেয়ামত থাকে না বরং শয়তানি কামনা ও বাসনা হয়ে যায়। এগুলো পাওয়ার জন্য সকল অবৈধ পন্থা মানুষ অবলম্বন করে বা প্রয়োজন পড়লে অবলম্বন করে। জগৎপূজারি মানুষের মাঝে আমরা সচরাচর এমনটিই দেখতে পাই। ধনসম্পদের জন্য, জাগতিক পদবির জন্য,মহিলাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে এসব মানুষ সকল সীমা লঙ্ঘন করে বা বিয়ে করলেও ধনসম্পদ অর্জন করার জন্য করে থাকে, বাসনা থাকে যেন সম্পদশালী স্ত্রী আনতে পারে। এভাবে অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রেও তাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র বস্তুজগৎই হয়ে থাকে। যদিও আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে এমন সুন্দর ও পবিত্র শিক্ষা দিয়েছেন এবং সতর্কও করেছেন যে, এসব বিষয় এড়িয়ে চল অর্থাৎ তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য যেন কেবল এসবই না হয়। কেননা এগুলো পার্থিব ক্ষণস্থায়ী উপায় ও উপকরণ মাত্র। নিজের বিষয়ে চিন্তা করে দেখে কেননা তোমাকে আল্লাহ্র দরবারে ফিরে যেতে হবে এবং তাঁর সামনে উপস্থিত হতে হবে। তা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি এসব পার্থিব বিষয়ের পিছনেই ছুটছে এবং জীবনের উদ্দেশ্যকে ভুলে বসেছে। আলেম শ্রেণি, জাতির নেতৃবৃন্দ এবং প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে সুযোগ পায় তার চেষ্টা থাকে যেভাবেই হোক এসব পার্থিব বিষয় আমি হস্তগত করে ছাড়ব। এমন চাওয়া-পাওয়া এবং কামনা-বাসনা যখন জাতির নেতৃবৃন্দের মাথায় দানা বাঁধে তখন দেশ ও জাতিও ক্ষতিগ্রস্থ হতে শুরু করে। আজকাল মুসলিম দেশসমূহে যে নৈরাজ্য বিরাজ করছে এর কারণ হল, ধর্ম থেকে দূরে অবস্থানকারী এবং বস্তুবাদি শ্রেণির যে চিত্র আল্লাহ্ তা'লা অঙ্কন করেছেন, তা এখন মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। মুসলমান নেতারা সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য জনসাধারণের সেবার জিগির তুলে ক্ষমতায় বসে, এরপর দুই হাতে এমন ভাবে লুটপাঠ করে যা ধারণার বাইরে। আলেমরা জনসাধারণের ধর্মীয় উন্নয়নের কথা কমই চিন্তা করে বরং তাদের মূল চেষ্টা থাকে ধর্মের নামে জনসাধারণকে তাদের আজ্ঞাবহ বানানো আর কোনক্রমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্টিত হওয়া বা সরকারের পক্ষ থেকে মুনাফা হাসিল করা এবং ধনসম্পদ একত্রিত করা ও সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা। তারা আল্লাহ্ তা'লার নাম নেয় ঠিকই কিন্তু তাদের কর্মে কোন ধরণের খোদাভীতির বহিঃপ্রকাশ হয় না। পাকিস্তানে সার্বিকভাবে আমরা এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করছি। মুসলমান নেতৃবৃন্দ সাধারণ মুসলমানদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছে। মনে হয় যেন মানব জীবনের কোন মূল্যই নেই। কিন্তু এরপরও ক্ষমতা ছাড়ে না। বেশ কয়েকটি দেশে এমন ঘটনা ঘটছে। তাদের চেষ্টা হল, ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখা, শক্তি প্রদর্শন করা এবং সম্পদ কুক্ষিগত করা। এদের পেট কোনভাবেই ভরে না। এদের কাছে অর্থাৎ মুসলমান বেশ কয়েকটি দেশের কাছে ধনসম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এমন করুণ অবস্থা যে,গরিবরা আরো বেশি গরিব হচ্ছে আর কোনক্রমে তাদের একবেলার খাবার জুটে। সৌদি আরবকে সম্পদশালী দেশ বলা হলেও সেখানে এখন দারিদ্র্যের মাত্রা উত্তোরত্তোর বৃদ্ধি পাচ্ছে, পূর্বেও দরিদ্র মানুষ ছিল কিন্তু এখন দারিদ্র্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তেলের সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের কোন সীমা নেই। শুধু যুবরাজদের, সম্পদশালীদের এবং নেতাদের অবস্থা সচ্ছল। এক এক দিনে তারা কোটি কোটি ডলার অপব্যয় করে। এরা সম্পদও অবৈধভাবে বা দরিদ্র শ্রেণির অধিকার পদদলিত করে হস্তগত করে আর অপচয়ও করে অবৈধভাবে। আল্লাহ্ তা'লা এসব শাসক, রাজা বাদশা এবং স্বার্থপর শ্রেণিকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন তারা যেন ধনসম্পদ কুক্ষিগত করার পরিবর্তে সম্পদের সঠিক ব্যবহার করে এবং তা সঠিক জায়গায় খরচ করে। এর মাধ্যমে তারা খোদার সন্তুষ্টি লাভের পাশাপাশি জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও শক্তি সঞ্চয় করবে আর অ-মুসলিম পরাশক্তিরা তাদেরকে নিজেদের আজ্ঞাবহ বানানোর পরিবর্তে এবং রক্তচক্ষু দেখানোর পরিবর্তে তাদের কথা মানতে বাধ্য হবে। আজকাল একথা নিয়ে বড় হইচই হচ্ছে যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তাদের দূতাবাস জেরুজালেমে স্থানান্তর করতে বলেছে আর সে একে রাজধানী হিসেবে স্বীকার করা ঘোষণাও দিয়েছে। কার্যত পূর্বে থেকেই ইসরাঈলের সকল অফিস আদালত সেখানে থাকলেও বহির্বিশ্ব একে স্বীকৃতি দেয় নি। কিন্তু এ ঘোষণার পর বহির্বিশ্বে খুব হইচই শুরু হয়েছে। এসব হইচইও রয়েছে আর বিভিন্ন দেশ এর বিরোধিতাও করছে কিন্তু এসব কিছুই হচ্ছে মুসলমানদের দুর্বলতার কারণে। মুসলমান দেশগুলোর পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং দেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতাই ভিন জাতিকে এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টির সুযোগ করে দিয়েছে আর তারা এ ধরণের ঘোষণা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট চায়, মুসলমানদের মাঝে যেন কখনোই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় না থাকে আর তারা যা খুশি তাই করার সুযোগ পায়। সৌদি আরব এখন এসে ঘোষণা দিচ্ছে যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্ত কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ কয়েক দিন পূর্বেই তারা তাদের সব কথায় সায় দিচ্ছিল। ইরানের বিরুদ্ধে যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তাতে তারা আমেরিকার সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছিল। তখনই তাদের বাধা দিয়ে বলা উচিত ছিল যে, আমরা সব মুসলমান দেশের সাথেই আছি তাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন পরাশক্তির কোন পদক্ষেপই আমরা সহ্য করব না। অনুরূপভাবে ইয়েমেনের বিরুদ্ধে তারা যে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা তারা পরাশক্তির সাহায্য নিয়েই করছে। সেখানে তারা নিজেদের শক্তিমত্তা প্রকাশের জন্য , অত্র অঞ্চলে নিজেদের রাজত্বের প্রভাব বিস্তারের জন্য এবং মার্কিন স্বার্থকে কাজে লাগানোর উদ্দ্যেশে আমেরিকার সুরে সুর মিলিয়েছে। ক্ষণস্থায়ী জাগতিক স্বার্থের জন্য তারা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছে আর খোদার নির্দেশের অবাধ্যতার এই ফলাফলই প্রকাশ ভবিতব্য ছিল যা আজ প্রকাশ পাচ্ছে। পরিণামে এরা ঘাড়ে চড়ে বসেছে যারা কেবল জাগতিক স্বার্থের সন্ধানে থাকে এবং জাগতিক কামনা বাসনা পূরণের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে তাদের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেই চুলকানি রোগীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যে চুলকিয়ে আনন্দ পায় আর নিজ দেহকেই ক্ষতবিক্ষত করে এবং মনে করে, আমি খুব আরাম বোধ করছি। এভাবে সে তার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে। চুলকিয়ে সে সাময়িকভাবে আরাম বোধ করলেও বাস্তবে সে নিজের ত্বককেই উঠিয়ে ফেলছে আর কেউ কেউ তো অনেক বেশি রক্তপাত ঘটিয়ে ফেলে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫৫ থেকে সংকলিত)

অতএব, মানুষ যে সমস্ত জিনিসের মাত্রাতিরিক্ত আকাঙক্ষী হয় তা অবশেষে অশান্তি ও অস্বস্তিতে পর্যবসিত হয়। এরা মনে করে আমাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বা আমাদের দল বড় হচ্ছে, আসলে এরা নিজেদের রক্তই নষ্ট করে এছাড়া খোদার অসন্তুষ্টি তো আছেই।এ বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লা অন্যত্র এভাবে বর্ণনা করেছেন

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

অর্থাৎ জেনে রাখ! এ পার্থিব জীবন নিছক ক্রীড়া কৌতুক এবং প্রবৃত্তির কামনা বাসনা চরিতার্থ করার এমন মাধ্যম যা মহান উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষকে উদাসীন করে আর চাকচিক্য ও সৌন্দর্য এবং পাস্পারিক আত্মশ্লাঘা আর ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা মাত্র। এই ইহজীবনের দৃষ্টান্ত সেই বারিধারার ন্যায় যার দ্বারা উৎপাদিত শাকসবজি চাষীদেরকে চমৎকৃত করে এরপর তা পরিপক্ক হয় এবং তুমি একে হলুদ বর্ণ ধারণ করতে দেখতে পাও আর এরপর তা অবেশেষে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আর পরকালে (মানুষের জন্য) কঠিন আযাব নির্ধারিত রয়েছে এছাড়াও (সৎকর্মশীলদের

জন্য) রয়েছেআল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। যখন কিনা পার্থিব জীবন ছলনাময়ী ভোগ্য বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা আল হাদীদ : ২১)

অতএব, মু'মিনের কাজ হল জাগতিক উপায় উপকরণ অর্জনের ক্ষেত্রে সকল চেষ্টা নিয়োজিত করার পরিবর্তে খোদার ক্ষমা ও সন্তুষ্টি সন্ধান করা আর চুলকানী রোগির ন্যায় নিজের ইহকাল ও পরকালকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে না দেওয়া। এই পার্থিব জীবনের উপায় উপকরণ এবং এর অবস্থার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে একবার এক বৈঠকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

" মানুষ যত বেশি দ্বন্দ্ব বা টানাপোড়েন (অর্থাৎ পার্থিব কামনা ও বাসনা) এড়িয়ে চলবে তার লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যাবে। (অর্থাৎ জাগতিক আশা-আকাঙ্খা, টানাপোড়েন এবং তা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টাসমূহ) জাগতিক আশা-আকাঙ্খায় নিমগ্ন ব্যক্তির হৃদয়ে এক প্রকার আগুন থাকে আর সে বিপদাপদে নিপতিত থাকে। ইহজীবনে এমন দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকার মাঝেই আরাম ও প্রশান্তি নিহিত। (পার্থিব বিষয়ের জন্য মাত্রাতিরিক্ত চেষ্টা করা থেকে মুক্তি লাভ কর) তিনি (আ.) বলেন, এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে কোথাও যাচ্ছিল। পথিমধ্যে এক ফকির বসে ছিল, যে বহু কষ্টে তার লজ্জাস্থান আবৃত করে রেখেছিল। (যৎ সামান্য কাপড় ছিল যার দ্বারা সে কোনমতে তার নগ্নতা ঢেকে রেখেছিল।) সেই অশ্বারোহী তাকে জিজ্ঞেস করল, সাই জি! কেমন আছেন? ফকির উত্তর দিল, যার জীবনের সকল উদ্দেশ্য অর্জন হয়ে গেছে তার অবস্থা কেমন হয়? সেই অশ্বারোহী বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, আপনার সকল উদ্দেশ্য কীভাবে পূর্ণ হল? ফকির বলল, যখন সকল আশা-আকাঙ্খা ত্যাগ করে দেওয়া তখন তা তো সব কিছু পেয়ে যাওয়ারই নামান্তর।" তিনি (আ.) বলেন- "সারকথা হল যে সব কিছু অর্জন করতে চায় তার শুধু কষ্টই বাড়ে কিন্তু স্বল্পে তুষ্ট হয়ে সব কিছু ত্যাগ করলে যেন সবই পাওয়া হয়। তিনি (আ.) বলেন, আনন্দে থাকা আর দুঃখ না করাই হল পরিত্রাণ বা মুক্তি লাভ। দুঃখক্লিষ্ট জীবন না এ পৃথিবীতেও ভালো না পরকালে ভাল। একদিন অবশ্যই এ জীবনের অবসান ঘটবে। কেননা এটি বরফের টুকরোর মত, একে যতই সিন্দুকে ও কাপড়ে আবৃত করে রাখ না কেন এটি গলেই যায়। [তিনি (আ.) বরফের সাথে জীবনের তুলনা করেছেন যে এভাবেই আমাদের জীবন ক্ষয় পেতে থাকে।] তিনি (আ.) বলেন, এভাবে জীবন স্থায়ী করার জন্য যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, একথা সত্য যে, তা নিঃশেষ হয়ে থাকে আর এতে প্রতিদিনই কিছু না কিছু ক্ষয় সাধিত হয়। এ পৃথিবীতে অনেক ডাক্তার আছে, হেকীমও আছে কিন্তু কেউই স্থায়ী জীবনের কোন ব্যবস্থাপত্র দিতে পারে নি। (কেউ এরূপ ব্যবস্থাপত্র দিতে পারে না যে, মানুষ চিরঞ্জীব হবে বা সে আয়ুষ্কাল এত পাবে।) তিনি (আ.) বলেন, মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য অনেকেই এসে বলে থাকে,এখন তোমার বয়সই বা কত হয়েছে। অল্প বয়স, ষাট সত্তর বছর তো কোন বয়সই না। এ ধরণের কথা বলে কিন্তু এ সবই ফাঁকা বুলি। তিনি (আ.) বলেন, মানুষ দীর্ঘ জীবনের বাসনা পোষণ করে আত্ম-প্রবঞ্চনায় পড়ে থাকে। পৃথিবীতে আমরা দেখি যে, ষাট বছরের পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তি একদমই হারিয়ে যেতে থাকে। তারা খুবই সৌভাগ্যবান যারা ৮০/৮২ বছর আয়ু পায় আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও কিছুটা সচল থাকে নয়তো বেশিরভাগ মানুষই পাগল প্রায় হয়ে যায়। এমন মানুষকে মানুষ পরামর্শের জন্য ডাকে না (অর্থাৎ অন্যরা তার কাছে পরামর্শ চায় না) আর তার কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে যায়। এমন বয়োঃবৃদ্ধ লোকদের ওপর কিছু মহিলাও জুলম করে। অনেক সময় এদেরকে খাবার দিতেও ভুলে যায়। (অনেক সময় বাড়ির মানুষও তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে না।) তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু সমস্যা হল মানুষ যৌবনের নেশায় মত্ত থাকে আর মৃত্যুর কথা রাখে না। (অনুরূপভাবে মানুষের কাছে যখন ক্ষমতা থাকে তারা মনে করে যে চিরকাল এমনটাই থাকবে) তিনি (আ.) বলেন, বিভিন্ন পাপাচারে তারা লিপ্ত হয়; কিন্তু অবশেষে যখন বোধোদয় হয় তখন আর কিছুই করার থাকে না। অতএব, এই যৌবনকে নেয়ামত মনে করা উচিত। সেই বৈঠকে উপবিষ্ট এক হিন্দু বন্ধু শরমপতকে বুঝাতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন- "এ জীবনে যত কিছু আপনার ইচ্ছা ছিল সেগুলোর হয়তো কিছু পূর্ণ হয়েছে; কিন্তু এখন চিন্তা করে দেখুন সেগুলো এক বুদ্‌বুদ সদৃশ ছিল, যা ক্ষণিকের মধ্যেই মিলিয়ে যায় আর হাতে কিছুই থাকে না। অতীতের সুখ-স্বাচ্ছন্দের কথা ভেবে কোন লাভ নেই, সেগুলো চিন্তা করলে শুধু দুঃখই বাড়ে। (অতীতের আরামের দিন অতিবাহিত করে মানুষ যখন কষ্টের যুগে পদার্পণ করে তখন অতীত স্মৃতি মন্থন করে কোন লাভ হয় না বরং দুঃখই বাড়ে।) তিনি (আ.) বলেন, বুদ্ধিমান মানুষের জন্য এ থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা হল মানুষ হল 'ইবনুল ওয়াক্ত' বা সময়ের সন্তান। (অর্থাৎ মানুষকে সময়ের দাবি অনুসারে চলা উচিত বা সময়ের গুরুত্ব বুঝা উচিত) মানুষের জীবন তা-ই যা তার কাছে বিদ্যমান আর যে সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে তা মৃত সময়ের তুল্য। তা নিয়ে চিন্তা করা ভাবা অর্থহীন। দেখুন! মানুষ যখন মায়ের কোলে থাকে তখন সে কত আনন্দিত থাকে, সবাই কোলে নিয়ে ঘোরাফেরা করে, সে যুগ এমন মনে হয় যেন জান্নাত। এখন স্মরণ করে দেখুন! সেই যুগ কোথায়? সেটিও কেটে গেছে। ইহজীবনের সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী আর স্বাচ্ছন্দ্যও ক্ষণস্থায়ী। তাই কেউ যখন স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, ক্ষমতা পায় এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয় তখন এসব বিষয় সামনে রাখা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, (হারানো) সে সময় কোথায় পাওয়া যাবে? তিনি (আ.)একটি ঘটনার উদ্ধৃতি টেনে বলেন, এক বাদশাহ্ কোথাও যাচ্ছিলেন কয়েকজন ছোট বালককে দেখে কাঁদতে শুরু করেন। যখন থেকে এই সময় বা সঙ্গ হারিয়েছেন দুঃখ পেয়েছেন। (তার ক্রন্দনের কারণ হল, ছোট শিশুরা খেলাধুলা করছে, তারা সব ধরণের দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্ত আর এটি দেখেই তার শৈশবের কথা মনে পড়ে যায় যে, সেই যুগ কতই না সুন্দর ছিল আর কোথায় এখনকার এ জীবন। অতএব, সকল প্রকার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ থাকা সত্ত্বেও রাজবাদশারাও প্রশান্তি পায় না।) তিনি (আ.) বলেন, চেতনা থাকা খুবই জরুরী। বার্ধক্যের শোচনীয় হয়ে থাকে। তখন আত্মীয়স্বজনরাও চায় সে মারা যাক আর মৃত্যুর পূর্বেই তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অচল হয়ে যায়। (অনেকের আত্মীয়স্বজন এমন পাষাণ হৃদয়ের হয়ে থাকে, যারা রোগের অবস্থা দেখে বা বার্ধক্য দেখে বলে, সে আমাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জীবন সম্পর্কেই তিনি (আ.) বলেন, মানুষের দাঁত উঠে যায়, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। যাই হোক না কেন অবশেষে পাথরের মূর্তির মত হয়ে যায় আর চেহারাও বিকৃত হয়ে যায়। অনেকে আবার এমন রোগে আক্রান্ত হয় যে, শেষ পর্যন্ত তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। (বর্তমান যুগে এ পৃথিবীতে আমরা এমন হতেও দেখি। কাজেই, মানুষের তো কোন মূল্যই নেই; কিন্তু তার কাছে যখন ক্ষমতা থাকে, যৌবন থাকে, ধন-সম্পদ অর্জনের সময় থাকে এবং শক্তি ও সামর্থ্য থাকে, তখন সে ভুলে যায় যে, ভবিষ্যতে আমার সাথে কী ঘটতে পারে?) অনেক সময় যেসব দুঃখ থেকে মানুষ পালিয়ে বাঁচতে চায় হঠাৎ-ই যখন সে সেসব দুঃখে নিপতিত হয় আর সন্তান যদি ভালো না হয় তাহলে সে আরো বেশি কষ্ট পায় তখন সে বুঝতে পারে যে ভুল করেছি আর সারা জীবনই এভাবে নষ্ট হয়েছে। (তখন মনে পড়ে যে খোদাকে ভুলে গিয়ে দুনিয়ার মোহে না পড়ে খোদার নির্দেশ অনুসারে জীবনযাপন করাই ভালো ছিল। অতএব, অনেক ফেরাউন, হামান এবং শক্তিধরেরা অতিবাহিত হয়েছে যাদের জীবন সম্পর্কে মানুষ যদি প্রণিধান করে তাহলে দেখবে যে পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি তাদের কোনই কাজে আসে নি। আজকের এসব পরাশক্তির তুলনায় তারা অনেক বেশি শক্তিধর রাজত্বের অধিকারী ছিল আর ক্ষমতার দিক থেকেও (অনেক বড় ছিল) কিন্তু সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে।) তিনি (আ.) বলেন, সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান, যে খোদার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে, খোদা তা'লাকে এক-অদ্বিতীয় জ্ঞান করে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করে না। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, কোন দেব-দেবীই কাজে আসে না। মানুষ যদি শুধু আল্লাহ্‌র সমীপে বিনত না হয় তাহলে কেউই তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করতে পারে না। কোন বিপদ এলে কেউ জিজ্ঞেস করে না অথচ মানুষ সহস্র সহস্র বিপদের সম্মুখিন হয়। অতএব, স্মরণ রেখ যে, একমাত্র খোদা ছাড়া আর কেউ লালন-পালন কর্তা নেই। মাতৃহৃদয়ে মমতার সঞ্চার তিনিই করেন আর তার হৃদয়কে আল্লাহ্ তা'লা যদি এমনটি না করতেন তাহলে মাও তাকে লালন-পালন করতে পারত না। তাই আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না। " এই নসীহত তিনি (আ.) সেই হিন্দুকে করেছেন।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২২-৪২৫ থেকে সংগৃহীত)

এমন কিছু ধর্ম আছে যেখানে মানুষ দেব-দেবীকে বাহ্যিক রূপ দিয়ে থাকে। আর জাগতিক বিভিন্ন বস্তুসমূহ যেমন- ধন সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, প্রভাব-প্রতিপত্তি আর রাষ্ট্রক্ষমতা- এসবকেও মানুষ আল্লাহ্ তা'লার শরীক রূপে দাঁড় করায়। বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত যেভাবে আমি পূর্বেই দিয়েছি, কোন কোন দেশ পৃথিবীর পরাশক্তির কাছে আশ্রয় যাচনা করে, তাদেরকে খোদার আসনে বসায়। এ সবকিছু একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যেভাবে আল্লাহ্ বলেছেন, জাহান্নামই এমন লোকদের ঠিকানা হয়ে থাকে। অন্যত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন- "ভালোভাবে স্মরণ রেখ! যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'লা তার হয়ে যান। খোদা তা'লা কারো প্রতারণার শিকার হন না। কেউ যদি লোক দেখানোর মাধ্যমে আল্লাহকে ধোকা দিতে চায় তাহলে এটি তার নির্বুদ্ধিতা এবং আত্ম-প্রতারণা- সে নিজেই ধোকা খাচ্ছে। জাগতিক চাকচিক্য এবং জাগতিকতার মোহ সমস্ত ভ্রান্তির মূল কারণ। এর মোহে মানুষ অন্ধ হয়ে মনুষত্বের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায় আর বুঝে না

যে, সে কি করছে আর তার কি করা উচিত ছিল। কোন বুদ্ধিমান মানুষ যেখানে কারো প্রতারনার শিকার হতে পারে না, সেখানে খোদা তা'লা কীভাবে মানুষের প্রতারনার শিকার হতে পারেন। তবে এমন অপকর্মের মূল হল জগতের মোহ। আর সবচেয়ে বড় পাপ, যা এখন মুসলমানদেরকে জরাজীর্ণ করে রেখেছে আর তারা যাতে লিপ্ত তা এই জগতপ্রেম ছাড়া কিছুই না। শয়নে, জাগরণে, উঠা বসায়, চলা ফেরায় সর্বদা মানুষ এই দু:খ এবং চিন্তাভাবনায় মত্ত থাকে। (কেবল জগতের দুঃখই রয়েছে) আর কবরে যখন রাখা হবে, সেই সময়ের কথা মানুষ ভাবেও না, চিন্তাও করে না; কিন্তু আল্লাহ্‌কে যদি তখন ভয় করত, ধর্মের জন্য বিন্দুমাত্র বেদনা তাদের হৃদয়ে থাকত তাহলে অনেক লাভ হত।"

(আহমদী ও গয়ের আহমদীয়োঁ মেঁ ফরক, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা: ৪৮৩)

অতএব, একজন মু'মিনের কাজ হল ইহজগৎ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার পরিবর্তে নিজের পরকালকে সুন্দর আর সুসজ্জিত করে তোলা এবং খোদা তা'লার ভালোবাসা অর্জনের চিন্তা করা। তার মাঝে অল্পে তুষ্ট থাকার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হওয়া উচিত। জাগতিক উপায় উপকরণকে উপাস্য না বানিয়ে সেগুলোর পিছনে হন্যে হয়ে ছোটার পরিবর্তে খোদা তা'লার নেয়ামত মনে করে ব্যবহার করা উচিত। একমাত্র উপাস্য তিনি, যিনি আমাদের যথার্থই উপাস্য, প্রকৃত মাবুদ, একজন মু'মিনকে খোদা তা'লাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা উচিত। আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসা মানুষের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করে এবং অল্পে তুষ্ট থাকার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। মু'মিনের যে লক্ষণ আল্লাহ্ তা'লা বর্ণনা করেছেন- তাহল সে আল্লাহ্ তা'লাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন: وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ- যারা মু'মিন তারা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে আল্লাহ্ তা'লাকে। (আল-বাকারা: ১৬৬)

হযরত মসীহ্‌মওউদ (আ.) খোদাপ্রেম প্রসঙ্গে বলেন-

"স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান হল তাঁর সাথে একান্তে ভালোবাসায় মু'মিন অন্য কারো অংশীদারিত্ব গ্রহণ করুক, এটা তিনি কোনভাবেই পছন্দ করেন না। (খোদার সাথে কারো একান্তে ভালোবাসায় অন্য কেউ শরীক হওয়া উচিত নয়।) তিনি (আ.) বলেন, ঈমান, যা আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়, তা এভাবেই নিরাপদ থাকতে পারে যে, আমরা যেন ভালোবাসার ক্ষেত্রে অন্য কাউকে তাঁর সাথে শরীক না করি। আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনের এই লক্ষণই বর্ণনা করেছেন যে, وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ অর্থাৎ যারা মু'মিন তারা খোদার চেয়ে বেশি অন্য কাউকে মন না দেয় বা ভালো না বাসে । ভালোবাসার বিশেষ অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তা'লারই প্রাপ্য। আল্লাহ্‌র প্রাপ্য যে অন্যকে দেয়, সে ধ্বংস হবে। সকল আশিস ও কল্যাণ যা খোদার বান্দারা লাভ করে আর যত গ্রহণযোগ্যতা তারা পায় তা সামান্য যিকর আযকার, দোয়া বা সামান্য নামায রোযায় লাভ হতে পারে কি? মোটেই নয়, বরং তা ভালোবাসার ক্ষেত্রে তৌহিদ বা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় বিলীন হলে তবেই লাভ হয়। যে আল্লাহ্‌র হয়ে যায় সে তাঁরই হয়ে থেকে যায়। নিজের হাতে অন্যদেরকে আল্লাহ্ তা'লার পথে উৎসর্গ করে। তিনি (আ.) বলেন: আমি সেই বেদনার প্রকৃত মর্ম ভালোভাবে বুঝি, যা এমন ব্যক্তির হৃদয়ে থাকে আর হঠাৎ করে এমন ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, যাকে সে নিজের প্রাণ মনে করে। কিন্তু আমার আত্মাভিমান যাতে নিহিত তা হল আমাদের প্রকৃত প্রেমাস্পদের মোকাবেলায় যেন অন্য কেউ না দাঁড়ায়। আমার হৃদয় সব সময় এ ফতোয়াই দেয় যে, অন্যদেরকে স্থায়ীভাবে ভালোবাসা, যাতে খোদার প্রেম অন্তর্নিহিত থাকে না, সে পুত্র হোক বা বন্ধু বা অন্য যে-ই হোক না কেন, এটি এক প্রকার কুফর বা অবিশ্বাস এবং কবিরা গুনাহ, যা থেকে খোদা তা'লার নেয়ামত এবং রহমত মানুষকে যদি মুক্তি না দেয় তাহলে ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।"

(আল-হাকাম, ১০আগস্ট, ১৯০১, পৃষ্ঠা: ৯)

এটি খোদা তা'লারই কৃপা এবং রহমত যে এমন সুযোগ বা উপলক্ষ্য তিনিই সৃষ্টি করেন, নতুবা ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাই থাকে। অতএব, জাগতিক উপায় উপকরণের ভালোবাসা একমাত্র চাওয়া পাওয়া হবে, একজন প্রকৃত মু'মিন সেটি ভাবতেও পারে না। এক মু'মিনের জন্য একান্ত আবশ্যকীয় হল তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করা এবং অল্পে তুষ্ট থাকা। এ কারণেই মহানবী (সা.) বলেছেন, 'মুত্তাকী হও তাহলে সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী হয়ে যাবে।' খোদা-প্রেম এবং তাকওয়া যদি হৃদয়ে সৃষ্টি হয় তাহলে খোদার ইবাদতের এবং খোদা তা'লার দাসত্বের দায়িত্ব মানুষ সত্যিকার অর্থে পালন করতে পারে। একজন সত্যিকার ইবাদতকারীর বৈশিষ্ট্য হল, তার মাঝে অল্পে তুষ্ট থাকার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হওয়া। মহানবী (সা.) বলেন: অল্পে তুষ্টির বৈশিষ্ট্য যদি সৃষ্টি কর তাহলে খোদার কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া সম্ভব হবে। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ) সবচেয়ে বড় বিষয় হল এক মু'মিন আল্লাহ্ তা'লার প্রতিই সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে আর হওয়া উচিত। মৌখিকভাবে কেউ হয়তো বলতে পারে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ, কিন্তু জাগতিক উপায় উপকরণ এবং জাগতিক সম্মান আর প্রভাব প্রতিপত্তির পিছনে যারা ছোটে তারা প্রবৃত্তির দাস। তারা প্রকৃত অর্থে কখনও কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারে না। এমন বস্তু পূজারীদের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে একবার মহানবী (সা.) বলেছেন যে, আদম সন্তানের কাছে স্বর্ণের একটি উপত্যকাও যদি থাকে তবুও সে চাইবে, আরও একটি উপত্যকা যেন তার হস্তগত হয়। তিনি (সা.) বলেন, মাটি ছাড়া তার মুখ কোন কিছু দিয়েই পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। সে কবরে গেলে তবেই তার সেই লোভ-লালসার পরিসমাপ্তি ঘটবে। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তওবাকারীর তওবা গ্রহণ করেন। (সহী বুখারী, কিতাবুল রিফাক) অতএব, জীবনে সময় থাকে। তাই মানুষের উচিত ভুল ভ্রান্তি হলেও তওবা করে নেওয়া।

মাহনবী (সা.) একজন মু'মিনের স্বল্পে-তুষ্টির মান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, যে ব্যক্তির প্রভাত হয় আন্তরিক প্রশান্তি এবং শারিরিক সুস্থ্যতার মাঝে আর তার কাছে যদি এক দিনের খোরাক থাকে, তবে সে যেন সারা পৃথিবীকে জয় করল আর এর সকল নেয়ামত তার লাভ হল।

(সুনান তিরমিযি, কিতাবুয যোহদ)

অতএব এই হল এক মু'মিনের অল্পে তুষ্ট থাকার মান। আল্লাহ্ তা'লা অল্পে তুষ্ট থাকার সেই বৈশিষ্ট্য আমাদের মাঝে সৃষ্টি করুন এবং তাকওয়া সৃষ্টি করুন। জাগতিক বিভিন্ন উপায় উপকরণের ভালোবাসার পরিবর্তে খোদাপ্রেম যেন আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়। খোদার ক্ষমা এবং সন্তুষ্টি যেন আমরা অর্জন করতে পারি।

এরপর দোয়ার প্রতি আমি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, যেভাবে পূর্বেই আমি সংক্ষেপে বলেছি। মুসলমান দেশেগুলোর নেতৃবৃন্দ যারা জাগতিক কামনা বাসনার পিছনে ছুটছে, যারা কার্যত খোদার পরিবর্তে পরাশক্তিগুলোকে খোদা বানিয়ে রেখেছে আর মনে করে যে, তাদের সে বন্ধুত্বই তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার এবং উন্নতির নিশ্চয়তা দিতে পারে। অথচ আমেরিকার কথাই নিন, তাদের অবস্থা দেখুন এখন! জার্মানির এক পত্রিকায় সম্প্রতি একটা প্রবন্ধ লিখেছে, বিশ্লেষক লিখেছেন যে, অনেক কথার মাঝে একটি কথা এটিও (তিনি উল্লেখ করেছেন) যে, এই পৃথিবী ওয়াশিংটনকে নিজেদের মডেল মনে করত বা মনে করে যে, ওয়াশিংটন তাদের জন্য এমন একটি মডেল যার অনুসরন উচিত। হয়তো তার সেই গুরুত্ব এখন অতীত। তিনি লিখেন, কেননা এর জায়গায় চীনের রাজধানী বেজিং এখন মডেল বা আদর্শ হিসেবে সামনে আসছে। আমেরিকা তাদের সেই গৌরব ও মর্যাদা হারিয়ে বসেছে। অতএব জাগতিক সমর্থন ক্ষণস্থায়ী। আজকে থাকলে কালকে থাকবে না। এটি থেকে মুসলানদের বুঝা উচিত। জেরুযালেমে দূতাবাস স্থানান্তরের যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তাও আমেরিকা এ জন্য করেছে যে, এভাবে হয়ত ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক ভাল হবে, আর তার মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু খোদার পক্ষ থেকে যখন পতন আসে তখন জাগতিক বন্ধুত্ব এবং চুক্তি কোন কাজে আসে না। মনে হয়, এসব পরাশক্তির, বিশেষ করে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। ফলাফল কখন প্রকাশ পাবে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। কিন্তু মুসলমানদেরকে পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ানোর অপচেষ্টা আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই মুসলিম বিশ্বের জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা এদের বিবেক-বুদ্ধি দিন, কাণ্ডজ্ঞান দিন, এরা যেন ঐক্যবদ্ধ হয়, আর বিভিন্ন দেশের মাঝে যুদ্ধের যেই আশঙ্কা রয়েছে, তাও যেন দূরীভূত হয়। আর মুসলমান দেশগুলোর ভিতর তাদের পরস্পরের মধ্যে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে, অনেক পরিসংখ্যান অনুসারে যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে, খোদা এদের বিবেকবুদ্ধি দিন, তারা যেন ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে জীবন যাপন করে, পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান ঘটায়, ইসলামের শত্রু যেন স্বার্থসিদ্ধি করতে না পারে। সবচেয়ে বড় যে দোয়া আমাদের করা উচিত, তাহল মুসলমানরা যেন খোদার প্রেরিত মসীহ্ মওউদ এবং ইমাম মাহদীকে চিনতে পারে, যার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তারা পরস্পরের ভিতর এবং সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হতে পারে।

****

"বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখে থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সাথে আচরণ করবেন।"

- হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol-3 Thursday, 18-25 Jan, 2018 Issue No. 3-4

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

গ্রহণকারীদের জন্য আশিস ও কল্যাণ নির্ধারিত রেখেছেন আমি তা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার পূর্ণ প্রচেষ্টা করেছি যা আমি এখন থেকেই অনুভব করতে পারছি। এই জলসায় অংশ গ্রহণ করে আমি মানুষের সঙ্গে ধৈর্য সহকারে কথাবলা এবং তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করার শিক্ষা পেয়েছি। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা এই জলসায় যে সমস্ত বরকত রেখেছেন তা অপরিমেয়।

বেলজিয়ামের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাত অনুষ্ঠান সওয়া নটায় সমাপ্ত হয়।

বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাতের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) পুরুষ জলসায় গাহে আসেন এবং মগরিব ও এশার নামায জমা করে পড়ান। নামাযের পর হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অনুমতিক্রমে যুক্তরাজ্যের মুবাল্লিগ ইনচার্জ মাননীয় আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব কয়েকটি নিকাহ্‌র ঘোষণা করেন। সবশেষে হুযুর আনোয়ার (আই.) দোয়া করেন, অতঃপর তিনি নিজের বিশ্রামকক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

৩১ শে জুলাই, ২০১৭

কাবাবীর-এর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

কাবাবীর (প্যালেস্টাইন) থেকে একবছর ৫৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল এসেছিল। এই দলের সাক্ষাতের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মাহমুদ বিলাল সাহেব। হুযুর আনোয়ার (আই.) দলের সদস্যরকে কাছে কুশলবার্তা বিনিময় করেন এবং জলসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

এক ভদ্রমহিলা বলেন: আমি দ্বিতীয় বার জলসায় অংশ গ্রহণ করছি। আমরা জলসায় অংশ গ্রহণ করে আনন্দিত। জলসার ব্যবস্থাপনা অতি উৎকৃষ্ট মানের ছিল। তিনি বলেন, আমার পরিবারে কেবল আমিই একা আহমদী। অন্যরা ভয় পায়। তাদের জন্য দোয়ার আবেদন করতে চাই যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দান করুন। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ ফযল করুন।

এক ভদ্রমহিলা বলেন: হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ আমাদেরকে এক নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছে। সমস্ত ভাষণ উৎকৃষ্ট পর্যায়ের ছিল। আমরা অনেক কিছু শিখেছি আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে।

এক সদস্য বলেন: জলসায় বৃষ্টি হয়েছে। নিশ্চয় এর বিশেষ কোন কারণ ছিল। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বৃষ্টি তো আশিস ও কল্যাণ বয়ে আনে। বৃষ্টি সত্বেও জলসার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হয়েছে এবং বৃষ্টি কোন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি।

এক সদস্য আরব দেশ সমূহের বর্তমান পরিস্থিতি এবং তাদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের উল্লেখ করে বলেন যে, কিভাবে এই যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান হবে? এর উত্তরে হুযুর আনোয়াার (আই.) বলেন: মূল বিষয় হল যে সমস্ত অস্ত্র-সস্ত্র এই সব যুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে তা দাজ্জালী শক্তিগুলি বিক্রয় করে থাকে। তারা কেবল অর্থ দেখে। এই অস্ত্র কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। অর্থ লাভ হলেই তাদের স্বার্থসিদ্ধি হয়। এই বিষয়ে মুসলমানদেরকে বোঝান যে, বিবেক বুদ্ধি খাটাও। নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনছে। মহানবী (সা.) দাজ্জাল জাতি থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন। অতএব এই যুগের ইমাম মসীহ মওউদ (আ.) কে গ্রহণ করলে তবেই দাজ্জালী ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। যুগের ইমামকে অস্বীকার করার কারণেই এর দাজ্জালের শরণাপন্ন হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) কাবাবীর জামাতের খুদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলেন: কাবাবীরের জলসার অনুষ্ঠান এবং কাজকর্মে যুবকরা যুক্ত নেই। খুদ্দামের সদর হিসেবে আপনার দায়িত্ব হল যুবকদেরকে এই কাজে যুক্ত করা। জলসার ডিউটিতে তাদেরকে নিয়োজিত করুন। কাবাবীরের আমীর সাহেবের সঙ্গে কথা বলুন যে কিভাবে যুবক শ্রেণীকে জলসার কাজে যুক্ত করা যেতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যুবকদের এমনভাবে তরবীয়ত করুন যাতে তারা মসজিদে এসে নামায পড়ে এবং নিয়মিত এম.টি.এ দেখে আর আমার খুতবা শোনে।

কাবাবীরের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাত অনুষ্ঠান ১১টা ৫০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

গ্যাম্বিয়ার কৃষি মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত

পূর্বনির্ধারিত সময় অনুসারে হুযুর আনোয়ার (আই.) অফিসে আসেন যেখানে গ্যাম্বিয়ার কৃষি মন্ত্রী সম্মানীয় উমর এ জালু সাহেব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করা সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে, গ্যাম্বিয়ার কৃষি বিভাগ কি স্বনির্ভর? এর উত্তরে মন্ত্রী মহোদয় বলেন, আমরা এখনও স্বনির্ভর হয়ে উঠিনি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: গ্যাম্বিয়া জনসংখ্যা এবং আয়তনের দিক থেকে ছোট একটি দেশ এবং এটি কৃষি ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) মন্ত্রী মহোদয়কে সম্বোধন করে বলেন: আপনি পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন। পাকিস্তান থেকে কৃষি বিশেষজ্ঞদের পাঠানো যেতে পারে। কৃষ্টি ক্ষেত্রেও প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যেতে পারে।

তিনি (আই.) বলেন: গ্যাম্বিয়ায় আপনাদেরকে আদর্শ গ্রাম তৈরী করে দেখাব। গ্যাম্বিয়ার কোন এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই আদর্শ গ্রাম গড়েও উঠছে যেখানে সৌরশক্তির বিদ্যুত সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রত্যেক বাড়িতে জল সরবরাহের জন্য জলের পাইপের জাল বিছানো হবে। জল-ট্যাঙ্ক, কৃষি ক্ষেত্র, কারিগরি শিক্ষা এবং প্রযুক্তির প্রশিক্ষণের জন্য কমিউনিটি সেন্টা গড়ে তোলা হবে। পাকা রাস্তা, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থাও করা হবে। যদি মসজিদ না থাকে তবে সেই আদর্শ গ্রামে মসজিদও নির্মাণ করা হবে।

মন্ত্রী মহোদয় বলেন: আমি আপনাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি। জামাত আহমদীয়াত বিভিন্ন বিভাগে গ্যাম্বিয়ার মানুষের সেবা করছে। আমরা এটিকে সমীহের দৃষ্টিতে দেখি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

জলসা সালানার উল্লেখ করে মন্ত্রী মহোদয় বলেন: জলসার ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা অত্যন্ত উচ্চ মানের ছিল। ত্রিশ হাজারেরও বেশি মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে একত্রে অবস্থান করছিল। কোন ঝগড়া বিবাদ চোখে পড়ে নি। আমাকে এ বিষয়টি প্রভাবিত করেছে। আমি এখান থেকে অনেক কিছু শিখেছি। গ্যাম্বিয়াতেও এমনটিই হওয়া কাম্য। গ্যাম্বিয়াতে আমাদেরকেও এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি গ্যাম্বিয়া যাব, ইনশাআল্লাহ্।

মন্ত্রী সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: হুযুরের উদ্বোধনী ভাষণ অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টিকারী এবং জ্ঞানগর্ভ ছিল। জামাত আহমদীয়ার ইমাম মানবতার প্রকৃত বিজয়ী বীর। ভদ্রলোক জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে মুগ্ধ হন এবং বলেন: বর্তমান যুগে এই ভাবে সবসময় মুখে হাসি নিয়ে মানুষের সঙ্গে আলাপ করা সম্ভব নয়। যেভাবে অতিথিদের সেবা-যত্ন করা হয় তা এক অসাধারণ বিষয়। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট মানের ছিল। থাকার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত মানের ছিল। এই জলসায় অংশ গ্রহণের পর আগামী জলসাতেও এবং বার বার অংশ গ্রহণ করার বাসনা জেগেছে। আমি চাই জামাত আহমদীয়ার ইমাম গ্যাম্বিয়া পদার্পণ করুক এবং তাঁর পবিত্র পদধুলি দ্বারা গ্যাম্বিয়াকে ধন্য করুক। আমি ফিরে গিয়ে গ্যাম্বিয়া রাষ্ট্রপতিকে জানাব এবং ইনশাআল্লাহ্ আমরা হুযুর আনোয়ার (আই.)কে আমন্ত্রণ জানাবো এবং তাঁকে রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদায় সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হবে। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রোটোকলের সঙ্গে তিনি গ্যাম্বিয়া পরিদর্শন করবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বলেন, হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে এক আন্তরিক প্রশান্তি পাওয়া যায়। হুযুরের জৌতির্মণ্ডিত চেহারা মন ও মস্তিষ্কে বিচিত্র প্রভাব সৃষ্টি করে। জামাত আহমদীয়ার ইমাম সমগ্র বিশ্বের খলীফা হওয়া সত্বেও কত বিনয়ী। এত প্রিয় ও বিনয় মানুষটি যে সমগ্র বিশ্বের মান্যবর তা বোঝাই যায় না।

মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি ১২টা দশ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

(ক্রমশঃ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir